CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 June 2022 ■ আগরতলা ১৬ জুন, ২০২২ ইং ■ ১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলা ও বড়দোয়ালী আসনে উপনির্বাচনে ইভিএম কমিশনিং শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে ইভিএমের কমিশনিং শুরু হয়েছে। আগরতলায় দুইটি আসনে উপনির্বাচনে ইভিএমের কমিশনিং আজ উমাকান্ত স্কুলের অডিটরিয়ামে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ওই কমিশনিং-র কাজ আগামীকালও চলবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ অবজারভার, দুইটি আসনের রিটার্নিং অফিসার সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

এদিন রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা জানিয়েছেন, দুই কেন্দ্রের জন্য ২০টি টেবিলে ইভিএম কমিশনিং করা হচ্ছে। পাশাপাশি দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য বরাদ্দ ইভিএম ও ভিভিপ্যাট রয়েছে তার বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ৬-আগরতলা কেন্দ্রে ইভিএম রয়েছে ৭৭ টি এবং ভিভিপ্যাট রয়েছে ৮৩ টি। ৮-টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রে ইভিএম রয়েছে ৭৯টি এবং ভিভিপ্যাট রয়েছে ৮৪টি।

তিনি জানান, ৬-আগরতলা কেন্দ্রে পোলিং স্টেশন রয়েছে ৫৫টি এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রে পোলিং স্টেশন রয়েছে ৫৬টি। সব মিলিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবেই সম্পন্ন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা।

টিএমসির পর ভেটেরনারি কলেজে বিক্ষোভ ইন্টার্নদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন চিকিৎসকদের পর এবার বিক্ষোভে সামিল ভেটেনারি কলেজ এর ইন্টার্ন ছাত্র-ছাত্রীরা।

বুধবার আর কে নগর কলেজ অফ ভেটেনারি সাইন্সের সামনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর কলেজের ইন্টার্ন ছাত্র-ছাত্রীরা সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের অভিযোগ, ত্রিপুরার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর কলেজের ইন্টার্নশিপ ছাত্র-ছাত্রীদের যে সাম্মানিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে তা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে অনেক কম। এই দাবি-দাওয়া নিয়ে বহুবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দাবি দাওয়া পূরন করা দূরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে এটিএমে ভাঙ্চুর গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। গভীর রাতে এসবিআই মোহনপুর ব্রাঞ্চের এটিএম ভেঙ্গে অর্থ লুট করার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো এক যুবককে। অভিযুক্তের নাম রাসেল মিয়া (১৯)। তার বাড়ি সিধাই থানাধীন মোহনপুরে গোপালনগর এলাকায়।

চলতি মাসের ১১ তারিখ গভীর রাতে মোহনপুর বক সংলগ্ন এলাকায় এস বি আই ব্রাঞ্চের পাশে থাকা এটিএম ভেঙ্গে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুট করার ফন্দি আঁটে রাসেল মিয়া। পরিকল্পনামাফিক মুখে কাপড় বেঁধে দীর্ঘ সময় চেষ্টা চালায় এটিএম ভাঙ্গার। কিন্তু এটিএম ভাঙ্গতে সক্ষম হয়নি সে। পরবর্তী সময়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মমতার ডাকা দিল্লীতে বৈঠকে যোগ দিলেন ১৭টি দলের প্রতিনিধিরা

রাষ্ট্রপতি পদে একজন সাধারণ প্রার্থীকেই বাছাই করা হবে, ঐক্যমত বিরোধীদের

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লি, ১৫ জুন।। আসন্ন ষোড়শ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এক জন সাধারণ প্রার্থীকেই বাছাই করা হবে। ঐক্যমত্যে পৌঁছল বিরোধীরা। বুধবার দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা কনস্টিটিউশন হলে বিরোধীদের বৈঠকে সঙ্কল্প নেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এক জন সাধারণ প্রার্থীকে বাছাই করা হবে। বুধবারের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত শরদ পওয়ারকে প্রার্থী করা ব্যাপারে সহমত হন উপস্থিত সকলে। যদিও শরদ পওয়ার নিজেই প্রার্থী হতে চান না বলে জানিয়েছেন। একথা উল্লেখ করে তৃণমূল সুপ্রিমো জানান, দেশের সংবিধানকে রক্ষা করতে, বিজেপির হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে সর্বসম্মতিক্রমেই একজন প্রার্থীকে তুলে ধরা হবে। যাকে বিজেপি বিরোধী সব রাজনৈতিক দল সমর্থন জানাবেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২০ অথবা ২১ জুন পরবর্তী বৈঠকে বসতে চলেছেন বিরোধীরা। সেখানেই প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হতে পারে। এদিকে, ভারতের ষোড়শ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য বুধবারই বিজ্ঞপ্তি জারি করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। ২৯ জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন প্রার্থীরা। আগামী ১৮ জুলাই হবে ভোট গ্রহণ, ২১ জুলাই ভোট গণনা। উল্লেখ্য, আগামী মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে বুধবার বৈঠকে বসেন বিরোধীরা। মূলত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে হাজির ১৭টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন শরদ পাওয়ার, প্রফুল্ল প্যাটেল, মল্লিকার্জুন খাড়গে, মনোজ ঝাঁ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া, কুমারস্বামী, মেহবুবা মুফতি, জয়রাম রমেশ, টি আর বালু, অখিলেশ যাদব-সহ আরও অনেকে। মূলত বিজেপি বিরোধী দলগুলির তরফে একটাই প্রার্থী হোক সেটা নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'বেশ কয়েকটি দল আজ এখানে ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা শুধুমাত্র একজন ঐক্যমত্য প্রার্থীকে বেছে নেব। ওই প্রার্থীকে আমাদের সবাই সমর্থন দেবেন। আমরা অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করব। এটি একটি ভাল শুরু। আমরা বেশ কয়েক মাস পরে একসঙ্গে বসলাম।' সুধেন্দ্র কুলকার্নি বলেছেন, 'বিরোধী নেতারা আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাধারণ প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন। এমন একজন প্রার্থী যিনি সত্যিকার অর্থে সংবিধানের রক্ষক হিসাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর নিয়োগের দাবিতে ফের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। চাকরির দাবিতে পুনরায় আন্দোলনে নামল টিএসআর- এর নিয়োগ পরীক্ষার যোগ্য প্রার্থীরা। বুধবার বঞ্চিত প্রার্থীদের একাংশ নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নানা অভিযোগ তুলে রাজ্য পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে ডেপুটেশন প্রদানের উদ্দেশ্যে যান। কিন্তু পুলিশ তাদের ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনীতে আটকে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনীতেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

পুলিশের সদর কার্যালয়ে যাওয়া ডেপুটেশন প্রদানকারীদের জানানো হয় তাদের দাবি সনদ পুলিশের হাতে তুলে দিতে। সেই দাবি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেবেন তারা। সেই মোতাবেক দাবি সনদের প্রতিলিপি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন ডেপুটেশন প্রদানকারীরা।তাঁদের বক্তব্য, নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে গড়মিল রয়েছে। তাই সুষ্ঠ নিয়োগ প্রক্রিয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা। এদিন টি এস আর এবং আই আর বি দুটি ব্যাটেলিয়ানে একই সাথে নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন বঞ্চিত প্রার্থীরা। পরে পুলিশ তাদের ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয়। তবে দাবি পূরন না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন যোগ্য প্রার্থীরা। প্রসঙ্গত, এই দাবিতে এর আগেও আন্দোলন সংগঠিত করেছেন তারা।

কখন কোন সরকারের পতন ঘটবে তা সময় একমাত্র বলতে পারে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ৫৭ নং যুবরাজনগর কেন্দ্রের উপ ভোটকে সামনে রেখে সিপিআইএম মহকুমা কমিটির উদ্যোগে সিপিআইএম দলের মনোনীত প্রার্থী শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের সমর্থনে বুধবার পৃথক দুটি নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয় রামনগর বাজারে।

এই নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। এদিনের দেওছড়া এবং রামনগর এলাকার দলীয় কর্মী সমর্থকরা সুবিশাল মিছিল করে এই জনসভায় সামিল হন। তারপর অপর জনসভাটি হয় হাফলং তহশিল অফিসের মাঠে। পৃথক দুটি নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তা মানিক সরকার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে উপনির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজনীতিতে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।কখন কোন সরকারের পতন ঘটবে তা সময় একমাত্র বলতে পারে।

তাছাড়া বর্তমান বিজেপি সরকারের দুর্নীতি ও সন্ত্রাষের বিষয় নিয়ে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন।তাছাড়া বিরোধী দল নেতা বলেন,সব ধরনের বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে আসন্ন উপভোটে সকলেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ জুন।। ত্রিপুরায় আবারও রেলে কাটা পরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শান্তিরবাজার মহকুমার গার্দাং রিয়াং পাড়ায় রেল লাইনে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাঁর পরিচয় এখন জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্তে রয়েছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ।

বুধবার দুপুরে শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা খবর পান গার্দাং রিয়াং পাড়া এলাকায় এক ব্যক্তি রেলে কাঁটা পড়েছে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়িতে পুকুরে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার, রহস্য বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ জুন।। জলে ডুবে নাবালিকার রহস্য মৃত্যুর একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসলেও আসল রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ পুলিশ। ন্যায় বিচারের আশায় মৃতার পরিবার।

গত ৩১ শে মে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন খাদিমপাড়া এলাকার খোদেজা বেগমের নাবালিকা মেয়ে জায়েদা বেগমের।

মৃতার পরিবার এই ঘটনাটিকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নিতে নারাজ। এনিয়ে মামলাও হয়েছিলো চুরাইবাড়ি থানায়।ক্রেশার মালিক নেজাম উদ্দিন সহ তার ক্রেশারে স্থায়ী কাজের দায়িত্বে থাকা ফাতিমা বিবির বিরুদ্ধে সন্দেহজনক মামলা করেছিল মৃতার পরিবার।যদিও পুলিশ এখনো এই ঘটনার কোন কুল কিনারা করতে সক্ষম হয়নি।

তবে পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই তারা এই ঘটনার তদন্তে নামবে।এদিকে মৃতার পরিবারের অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আড়াই বছরের সন্তানকে নিয়ে নির্যাতিতা মায়ের স্থান চাইল্ড লাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ জুন।। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশী এক মহিলার করুণ আর্তনাদ। নিজ সন্তানকে ভরণপোষণ না করতে পেরে স্বামীর বাড়ির সামনে মাটিতে নিজের আড়াই বছরের সন্তানকে ফেলে রাখে মা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির চাইল্ড লাইন।

ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা স্বামীর বাড়ি গেলে পরিবারের পক্ষ থেকে করা হয় দুর্ব্যবহার ও ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। ঘটনা বুধবার দুপুরে উত্তর জেলার ধর্মনগর পুর পরিষদের দুর্গাপুর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নিজের ছেলেকে বিয়ে করানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে বোনের মেয়ে রেহানা বেগমকে বাঁকা পথে ভারতে আনেন শাশুড়ি দুর্গাপুর এলাকার জুবেদা খাতুন। এরপর নিজের একমাত্র ছেলে রসেন মিয়াঁর সাথে সামাজিক রীতি মেনে নিজ বাড়িতে বিয়ে দেওয়া হয় রেহানার সাথে।

কিছু দিন সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও বিয়ের এক বছরের মাথায় তাদের ঘরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। অভিযোগ, এরপর থেকে স্বামীর বাড়িতে রেহানার উপর চরম নির্যাতন শুরু হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। অবশেষে নিজের সন্তানকে আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে পড়ে রক্ষণাবেক্ষণ না করতে পেরে স্বামীর বাড়ির সামনে সন্তানকে রেখে নিজের জীবন শেষ করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় রেহানা। এই ঘটনার খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামুটিয়া-রাধানগর সড়কে বাস ও জীপ চালকদের সাথে বিবাদের জেরে অবরোধ অটো চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। বামুটিয়া-রাধানগর সড়কে বাস ও জীপ চালকদের সাথে অটো চালকদের বিবাদে রাজনৈতিক রঙ লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। যুব মোর্চার কর্মী পরিচয় দিয়ে অটো চালকরা ওই রুটে বাস ও জীপ চালকদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবাদে বিএমএস সমর্থক চালকরা আজ রাধানগর স্ট্যান্ডের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং রাস্তা অবরোধ করেন। ব্যস্ততম সময়ে রাস্তা অবরোধের জেরে নিত্যযাত্রীরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। শেষে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহৃত রয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, গান্ধীগ্রাম-শালবাগান রুটে অটো চালকরা পারমিট না থাকা সত্ত্বেও যাত্রী নিয়ে রাধানগর স্ট্যান্ডে আসেন। তাতে, বামুটিয়া থেকে রাধানগর যাত্রীবাহী বাস ও জীপ চালকরা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই, তাঁরা ওই অটো চালকদের রাধানগর স্ট্যান্ডে আসার বিরোধীতায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাতে, মঙ্গলবার যুব মোর্চার কর্মী পরিচয় দিয়ে কয়েকজন অটো চালক গান্ধীগ্রাম এলাকায় বামুটিয়া-রাধানগর রুটের বেশ কয়েকজন বাস ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীকে জেরা, ইডি-র গেইটে তালা ঝুলিয়ে কাদা ছুঁড়ে ও কালি ছিটিয়ে বিক্ষোভ প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। রাহুল গান্ধীকে টানা তিনদিন ধরে ইডি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবাদে আজ ত্রিপুরায় প্রদেশ কংগ্রেস উগ্র আন্দোলনে নেমেছে। আগরতলায় ইডি কার্যালয়ে মূল ফটকে তালা লাগিয়ে, কাদা ও কালো কালি ছিটিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ১৩ জুনও প্রদেশ কংগ্রেস আগরতলায় ইডি কার্যালয়ের বাইরে ধারণা দিয়েছিল। তবে, আজকের প্রতিবাদ তার থেকে কয়েক কদম এগিয়ে গেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিন ইডি কার্যালয়ের বাইরে ধারণায় বসেন প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, আশীষ কুমার সাহা, গোপাল রায় সহ দুই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও প্রদেশের কর্মী-সমর্থকরা। ধারণায় বসে প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন, কংগ্রেসের কণ্ঠ রোধ করার জন্য প্রতিহিংসামুলক আচরণ করছে বিজেপি পরিচালিত

এনডিএ সরকার। দেশে মূল সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীকে হয়রানি করা হচ্ছে। প্রদেশ কংগ্রেস এই ঘৃণ্য রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এদিন ধর্নায় অংশ নিয়ে কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা প্রথমে ইডি কার্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। তাঁরপর কাঁদা ছুড়ে এবং কালো কালি ছিটিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

ইডি সূত্রের খবর, পর পর দু'দিন জেরা করার পরও প্রাক্তন রাহুল গান্ধীর কাছ থেকে 'সন্তোষজনক জবাব' মেলেনি। তাই তাঁকে বুধবারও ডাকা হয়। সেই মতো এদিনও ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। এপিজে আব্দুল কালাম রোডে ইডি অফিসের বাইরে এদিনও ছিল কড়া নিরাপত্তা। কংগ্রেস কার্যালয়ের বাইরেও মোতায়েন করা হয় পুলিশ।

ইডি-র দফতরে রাহুল গান্ধীর হাজিরার বিরুদ্ধে এদিনও বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মীরা। আটক করা হয় কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীকে। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'আমরা কী সন্ত্রাসবাদী? এত ভয় কীসের? কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে তাঁরা পুলিশকে ব্যবহার করছে।'

লংতরাইভ্যালীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এলাকা সফর বাম প্রতিনিধিদলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। বিধায়ক সুধন দাসের নেতৃত্বে একদল বাম নেতৃত্ব লংতরাইভ্যালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনজাতিদের হালহকিকত দেখতে জান। আজ সকাল আনুমানিক ১০ নাগাদ মনু হইতে ছামনুর উদ্দেশ্য রওয়ান হয় বাম প্রতিনিধি দল। সেখান থেকে গোবিন্দ বাড়ি, থালছড়া, ২৩ কিলোর মতো প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে জনজাতিদের খোঁজখবর নেন।

জনজাতি মহল্লায় এখন মারন ব্যাধি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। ঘরে ঘরেই জ্বরে আক্রান্ত শিশু থেকে বৃদ্ধ। চিকিৎসা পরিষেবা মুখথুবরে পড়েছে। সেই চিত্রগুলি পরিলক্ষিত করে তারা মহকুমার বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি রোগীদের খোঁজখবর নেন। সেখান থেকে লংতরাইভ্যালী মহকুমা শাসককের সাথে দেখা করে জনজাতিদের বিভিন্ন সমস্যা গুলি তুলে ধরেন। বিকেল আনুমানিক ৪ টা নাগাদ মনু সিপিআইএম পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বাম প্রতিনিধি দল। সুধনবাবু বলেন লংতরাইভ্যালীর প্রত্যন্ত এলাকায় ম্যালেরিয়ায় মানুষ নাজেহাল। মৃত্যুর মিছিল চলছে। হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৫৮ ▫ ১৬ জুন ২০২২ইং ▫ ১ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বৃদ্ধ পিতা মাতারা সমাজের বোঝা নয়

বয়স্ক নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করিতে আরো কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্তমান আত্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় বৃদ্ধ পিতা মাতারা অবহেলা বঞ্চনার শিকার হইতেছেন। ফলশ্রুতিতে বৃদ্ধাশ্রম এর সংখ্যা বাড়িতেছে।ভারতের বয়স্ক নাগরিকরা ট্র্যাজেডির মধ্যে দিয়া যাইতেছেন। এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি একটা পিটিশনের শুনানি করিবার সময় সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে বলা হয়, আসলে বাবা মাকে নিজের রাখিবার জন্য বড় বাড়ির প্রয়োজন নাই, বড় মনের প্রয়োজন রহিয়াছে।বর্তমানে বয়স হইলেই বাবা-মাকে অনেকেই বোঝা মনে করেন, আর যাহার কারণে অলিতে-গলিতে গজাইয়া ওঠিতেছে একটা করে বৃদ্ধাশ্রম। ৮৯ বছর বয়সী এক বয়স্ক মহিলা গুরুতর ডিমেনশিয়ায় ভুগিতেছেন, অথচ তাহার হাতের ছাপ নিয়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে তাহারই ছেলে। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করিয়া জানায়, তাহার সন্তানের কাছে মায়ের থেকে সম্পত্তি বড় হইয়া উঠিয়াছে।ডিমেনশিয়া আক্রান্ত বয়স্ক মহিলা মৌখিক কিংবা শারীরিক ইঙ্গিত বোঝেন না। বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং সূর্য কান্তের বেঞ্চ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। বয়স্ক মহিলার বড় ছেলে বিহারের মতিহারিতে একটি রেজিস্ট্রার অফিসে অসুস্থ মাকে নিয়া গিয়া বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়া প্রায় ২ কোটি টাকার সম্পত্তি বিক্রি করিয়া দেন। অথচ তার বয়স্ক মা নিজে জানেন না তিনি ঠিকই করিয়াছেন কিনা। এমনকি তিনি স্বাচ্ছন্দে নড়াচড়া পর্যন্ত করিতে পারেন না।

মে মাসের ১৩ তারিখে দায়ের করা বোনদের একটি পিটিশনে শুনানি করিবার সময় বেঞ্চ ওই ছেলের উদ্দেশ্যে জানায় ” মনে হয় আপনি তাহার সম্পত্তিতে বেশি আগ্রহী , এটা আমাদের দেশের প্রবীণ নাগরিকদের ট্র্যাজেডি। আপনি তাহাকে মতিহারি রেজিস্ট্রারের অফিসে নিয়া গিয়াছিলেন তাহার বুড়ো আঙুলের ছাপ নিতে। যদিও তিনি গুরুতর ডিমেনশিয়ায় ভুগিতৈছেন এবং কিছুই বলিতে পারিতেছেন না”।

আদালতে ওই বয়স্ক মহিলা ওরফে বিদেহী সিংহের দুই মেয়ে পুষ্প তিওয়ারি এবং গায়ত্রী কুমার জানান তাহারা ২০১৯ সাল পর্যন্ত মায়ের দেখভাল করিয়াছিলেন। এমনকি তাহারা এখনো আবার মায়ের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।চিকিতসকদের পরামর্শ অনুযায়ী মাকে নিজেদের কাছে রাখিতে চান। এতদিন তাহাদের ভাইয়ের কাছে মা ছিলেন অথচ মায়ের সাথে দেখা করিবার অনুমতি পাননি তাহারা। মাঝে একবার দেখা করিবার অনুমতি পান তাহাও পুলিশের উপস্থিতিতে। এই বিষয়ে তাহাদের ভাই কৃষ্ণকুমার সিংহের আইনজীবী জানান তাহাদের বোনের নয়ডায় মাত্র দুই কক্ষের একটি ফ্ল্যাট রহিয়াছে। সেখানে মায়ের থাকার জায়গার অভাব হইতে পারে। এই জবাবে বেঞ্চ জানায় ” আপনার বাড়ি কত বড় তাহা বিবেচ্য নয়।

তবে আপনার হৃদয় কত বড় তাহা গুরুত্বপূর্ণ ”। পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বিদেহী সিংহের কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো লেনদেন করা যাইবে না , এমনটাই নির্দেশ দিয়াছে বেঞ্চ। আদালতের এই নির্দেশ সারা দেশেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অধিকার নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের তথাকথিত নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি বা ছোট পরিবারে বৃদ্ধ পিতা মাতারা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা আর অবহেলা শিকার হইতেছেন। স্বামী স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া বৃদ্ধ পিতা-মাতাও পরিবারের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। যে পিতা-মাতা জীবন যৌবন উজাড় করিয়া দিয়া সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলেন সেই সন্তানের কাছ হইতে এই ধরনের অবহেলা-বঞ্চনা তিরস্কার কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আদালতকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা জরুরি। এইসব বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ না করিলে এই ধরনের অবহেলা-বঞ্চনার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করিয়া এই জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না। সমাজ সচেতন সকল জনগণকে এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

‘স্টার্টআপস ফর রেলওয়ে’ সম্পর্কে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সাংবাদিক সম্মেলন

গুয়াহাটি, ১৫ জুন (হি.স.): ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে স্টার্ট-আপ ও অন্যান্য সংস্থার অংশগ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল, যোগাযোগ ও ইলেক্ট্রনিক এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো দিল্লিস্থিত রেল ভবনে “স্টার্টআপস ফর রেলওয়ে” নামে একটি উদ্ভাবনী নীতি প্রবর্তন করেছেন। পরিচালনামূলক দক্ষতা ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা অর্জন করতে ভারতীয় রেলওয়ের উদ্ভাবনী সমাধানের দিকে উদ্যোগী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনশুল গুপ্তা বুধবার গুয়াহাটিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। জেনারেল ম্যানেজার জানান, এই নীতির লক্ষ্য হল বৃহৎ ও অব্যবহৃত স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে ক্রমপর্যায়িক বস্তুনিষ্ঠতা ও দক্ষতা নিয়ে আসা। শ্রী অনশুল গুপ্তা বলেন যে ভারতীয় রেলওয়েতে সংহতি নাশক প্রযুক্তির একত্রীকরণের উদ্যোগের আকারে একটি দৃঢ় রূপ ধারণ করেছে। জেনারেল ম্যানেজার বলেন, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্টার্টআপগুলি রেলওয়ের সাথে সংযুক্ত হওয়ার এক ভালো সুযোগ লাভ করবে। রেলওয়ের বিভিন্ন ফিল্ড অফিস/জোনগুলি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যার বিবৃতির মধ্যে ১১টি সমস্যা যেমন রেল ফ্র্যাকচার, হেডওয়ে রিডাকশন ইত্যাদিকে এই কর্মসূচির জন্য প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সমাধান উদ্ভাবনের জন্য এই সমস্যাগুলি স্টার্ট আপগুলির সামনে তুলে ধরা হবে। জেনারেল ম্যানেজার এই সুযোগ ব্যবহারের জন্য স্টার্টআপগুলিকে অনুরোধ জানান এবং তাদের ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে ৫০ শতাংশ মূলধন অনুমোদন, নিশ্চিত বাজার, ক্রমপর্যায়িক বস্তুনিষ্ঠতা ও ইকোসিস্টেমের সাহায্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এই কর্মসূচির অধীনে উদ্ভাবক, মাইলস্টোন অনুযায়ী পেমেন্ট ব্যবস্থা সহ সমভাগ ভিত্তিক ১.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুমোদন লাভ করতে পারেন। এটিকে স্বচ্ছা ও বস্তুনিষ্ঠ করতে সমস্যার বিবৃতি উল্লেখ করা থেকে প্রোটোটাইপের উন্নয়ন পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে করা হবে। প্রোটোটাইপগুলির পরীক্ষা রেলওয়েতে করা হবে। প্রোটোটাইপের সফল কর্মসম্পাদনের উপর স্থাপনা বৃদ্ধি করতে বর্ধিত পুঁজি প্রদান করা হবে। ডেভেলপমেন্ট ইন্টালেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট (আইপিআর)-এর শুধুমাত্র উদ্ভাবকের কাছেই থাকবে। নিশ্চিত উন্নয়নমূলক নির্দেশ উদ্ভাবককে প্রদান করা হবে। জেনারেল ম্যানেজার আরও বলেন, মুক্ত, স্বচ্ছ ও ন্যায্য ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচনের প্রক্রিয়া করা হবে, যার ফলে উদ্ভাবকরা নিজেদের ধারণাগুলি প্রয়োজনীয় প্রমাণ সহ একটি উৎসর্গীকৃত পোর্টালে আপলোড করতে পারবেন, যা ভারতীয় রেলওয়ের উদ্ভাবনী পোর্টাল www.innovation.indianrailways.gov.in-এ করা যাবে। পোর্টালটি ২১ জুন, ২০২২ থেকে ধারণাগুলি গ্রহণ করা শুরু করবে। ডিমা হাসাওয়ে পুনরুদ্ধার কার্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে ৬১টি ভাঙনের মধ্যে ৪৬টির পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দ্রুত গতিতে কাজ চলছে। তিনি আরও বলেন যে বদরপুর থেকে নিউ হাফলং পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা ২০ জুনের মধ্যে পুনরায় শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করে তাঁদের নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজে সাহায্য করার জন্য জেনারেল ম্যানেজার ভারতীয় বায়ু সেনা, রেলওয়ে কর্মচারী, রোডওয়ে সার্ভিস ও প্রাইভেট বাস পরিচালকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তিনি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে রাজ্য রাজধানী সংযোগী প্রকল্পগুলি ও আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মিডিয়াকে সংক্ষিপ্ত আকারে জানান। সম্প্রতি অনুমোদিত চন্দ্রনাথপুর-শিলচর নতুন লাইন প্রকল্পের চূড়ান্ত স্থানের সমীক্ষা সম্পর্কেও জেনারেল ম্যানেজার আলোচনা করেন। এই প্রকল্পটি পাহাড়ি সেকশনের জন্য একটি বিকল্পমূলক রুট প্রদান করবে এবং দক্ষিণ অসম, মিজোরাম, মণিপুর ও ত্রিপুরার সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি একটি দ্বৈত লাইন হিসেবেও কাজ করবে।

‘সত্যিকারের কিছু শেখা চাই’

অরুন্ধতী দাস

১৯৫৪ সালে নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতন থেকে বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে চিঠিতে লিখছেন---‘আর একদিনের কথা। বোসপাড়া লেনে উঁহার (নিবেদিতার) বাড়িথে আমিও আমার সহাধ্যায়ী সুরন গাঙ্গুলী দেখা করতে গেছি। উঁহার বাড়ির উপরতলার বসবার ঘরে আমরা দু’জনে গেলাম। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। টেবিলের পাশে একটি লম্বা সোফার উপর পা ঝুলিয়ে বসলাম। তিনি এসে আমাদের দেখে বললেন---না, নীচে নেমে পা মুড়ে আসন হয়ে বসো। ইহাতে আমাদের মনে বড়ো আঘাত লাগল, মনে বড়ো অভিমান হল। মেমসাহেব তো, নেটিভ বলে আমাদের নীচে নেমে বসতে বললেন। আমরা তাঁর আদেশমতো পা মুড়ে বসার পরে তিনি আমাদের সামনে ওই সোপাটিতে বসে একদৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগলেন। আর বললেন, তখন আমাদের সব অভিমান চলে, গেল ও তাঁর আইডিয়াটা ধরতে পারলাম।

নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তা-ও বাস্তবে একটি আইডিয়ার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই ভাবটির মূল কথা ভারতীয় চেতনা কিন্তু বৈশ্বিক বীক্ষণ। স্বামী বিবেকানন্দর বিষ্যত্ব গ্রহণ করার সময়ও এই নিজস্ব মাটিতে শিকড় পেতে, আকাশের প্রত্যাশায় ডালপাল মেলে দেওয়ার টানটিই তাঁকে ছুঁয়েছিল সবচেয়ে বেশি। আয়ারল্যান্ডের মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল তখন সাংবাদিকও শিক্ষিকা, যাঁর সম্ভাবনাময় কলম আলোড়ন ফেলে দিচ্ছে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের অভ্যন্তরে। সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে যাঁর কূট প্রশ্ন এবং যুক্তিবাদী আলোচনার শাণিত প্রখরতা ভুয়সী প্রশংসিত হয়ে চলেছে তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে। কিন্তু তাঁর কানে বাজল স্বামীজির সেই অমোঘ উচ্চারণ ‘কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু উহার গণ্ডির মধ্যেই মৃত্যু অতি ভয়ংকর।’ অচিরেই মনেপ্রাণে আনুগত্য স্বাকীর করলেন তিনি এরপর চিঠিতে স্বামীজি যখন লিখছেন---‘ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, একজন প্রকৃত সিংহীয় প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী নারীর জন্ম দিতে পারছে না। তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধরা করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালোবাসা, দৃঢ়তা, সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেই নারী, যাকে আজ প্রয়োজন। তোমার মধ্যে যে বিদ্যা আছে, লোকশিক্ষা দানে যে আগ্রহ আছে, তা আজ ভারতবর্ষের বড়ো প্রয়োজন। ওদেশের শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষাদানের ভার তোমায় গ্রহণ করতে হবে। সে আমন্ত্রণ সাগ্রহে স্বীকার করছেন মার্গারেট। ভারতে এসে ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর বাগবাজারের ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে প্রতিষ্ঠা করছেন মেয়েদের স্কুল। সময়টা উনিশ শতকের শেষ পর্ব। ইতিমধ্যেই স্কুল সোসাইটি, স্কুলবুক সোসাইটি গঠিত হয়েছে। ১৮৪২ সালেই ‘কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন’কে পুনর্গঠিত করে হয়েছে ‘কাউন্সিল অফ এডুকেশন’, যার অধীনে ১৮৫৫ সালের মধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে ১৫১ টি ইংরেজি বিদ্যালয়। মেয়েদের শিক্ষাকেও ক্রমশ প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে জন ড্রিস্কওয়াটার বেথুনের ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’-এ ১৬ জন বাঙালি তাদের মেয়েদের পাঠাতে শুরু করলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ একটু অন্য পথে হাঁটতে চাইলেন—‘যেরকম শিক্ষা চলিতেছে, সেরকম নহে। সত্যিকারের কিছু শেখা চাই। খালি বই পড়া সিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্র গঠিত হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই। নিবেদিতা ও ঠিক এই চেয়েছিলেন। নিজের স্কুলে তিনি অঙ্ক, ইতিহাস পড়াতেন আর শেখাতেন ছবি আঁকা। কিন্তু ইতিহাস পড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ধরে বইয়ের গতে-বাঁধা ছকে চলেননি কোনও দিন। তাঁর ছাত্রী নির্ঝারিণী সরকার জানিয়েছেন, ‘সাধারণ স্কুলের মতো পাঠ্যপুস্তক দ্বারা ইতিহাস পড়াতেন না, তিনি নিজেই ইতিহাসের গল্প বলে যেতেন, আমরা শুনতাম, এক-একদিন এক একটি বিষয় নিয়ে তিনি আরম্ভ করতেন এবং সেই বিষয়ের ভিতরেই যেন ডুবে যেতেন।’ সেই ইতিহাসে থাকত রাজপুত শৌর্যগাথা, আলোকজান্ডার ও পুরুর কাহিনি, প্রতিবাদী ধর্মচেতনার প্রসার ভারতীয় মহাকাব্যের ধারা। শুধু চার দেওয়ালের ভিতরে আউড়ে যাওয়া বক্তৃতাতেই আটকে থাকেননি তিনি, বাগবাজারের সেই গলিপথের আটপৌরে বাড়ির মেয়েগুলি তাঁর হাত ধরেই চিনেছিল ভারতীয় জাদুঘর, পেয়েছিল শিক্ষামূলক ভ্রমণের পাঠ। নিজস্ব সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে মেয়েদের ভাবিয়ে তোলার আর এক আশ্চর্য আয়ুধ ছিল তাঁর শিল্পশিক্ষার ক্লাসটি। ঠিক যে আবেগ আর সচেতনতার মিশেলে দেশিয় শিল্প পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গ তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল এবং ‘বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট’-এর পৃষ্ঠাপোষণার পুরোধা হয়ে উঠেছিলেন তিনি, সেই একই দায়িত্ববোধ নিয়ে সংগ্রহ করে রাখতেন মেয়েদের আলপনা, মাটির ছাঁচ, মাটির বেনেপুতুল, পুরনো কাশ্মীরি শালের কাজ কিংবা কাঁথার কারুকার্য। বাঙালি মেয়েদের অন্দরমহলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দেওয়ার ভাবনাও তাঁর স্কুলের শিক্ষাক্রমে এসেছে বারবার। ছাত্রীদের স্মৃতিচচারণ থেকে জানা যায়, তাদের স্কিপিং করার সময় দড়ি কম পড়লে কতদিন আদরের ‘সস্টার’ নিজের পোশাক থেকে কোমরের দড়িটি খুলে তাদের দিয়ে দিতেন। একদিকে তাঁর পরিচয় ও সখ্য ছিল তৎকালীন বাংলার এলিট শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, অন্যদিকে বাঙালি মেয়েদের নিজস্ব দিনযাপনের ভঙ্গিটির মধ্যেও সরাসরি ঢুকে পড়েছিলেন তিনি—একাদশীর পরদিন স্কুলের বিধবা উপবাসী মেয়েদের আলাদা করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা, স্কুল শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই মেয়েদের জন্য কথকতার আসর বসানো—সবই করতেন আশ্চর্য মমতায়। উনিশ শতকে মেয়েদের বিদ্যাচর্চা নিয়ে ভাবনাচিন্তার যে নবতর তরঙ্গের অভিঘাত বাংলায় এসে লেগেছিল নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তা সেসবের চেয়ে স্বতন্ত্র ঠিক এখানেই। বাইরে থেকে আমদানি করা ঔপনিবেশিক শিক্ষার অনুকরণে নয়, নিজস্ব মৌলিকতার উদ্ভাসনটুকুকে বজায় রেখেই শিক্ষার আলোর প্রকৃত দাবিদার হয়ে উঠুক মেয়েরা—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

এ-বছর তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি পা রাখতে চলেছে ১২৪ তম বর্ষে। রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ তম বর্ষ উদ্‌যাপনের লগ্নে স্বামীজির ডাকে সাগর পেরিয়ে এখ সম্পূর্ণ অফরিচিত দেশের মেয়েদের জন্য এই ভারতহিতৈষী বিদেশিনীর আশ্চর্য ত্যাগের স্মারকটুকুর স্বীকৃতিও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাক। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে সৌর-বিদ্যুতের চাহিদা

পুলক মিত্র।। বিশ্বজুড়ে পরিবেশ-বান্ধব সৌরশক্তির ব্যবহার দ্রুত হারে বাড়ছে। আর সৌর বিদ্যুতের উৎপাদনে ব্যবহৃত প্যানেলের গড় আয়ু অন্তত ২৫ বছর। অবশ্য এক্ষেত্রে প্যানেলগুলি নিয়মিত পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণও অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন হল, নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সোলার প্যানেল দিয়ে কী করা হবেৎ এর সোজাসুজি উত্তর হল, অন্য অনেক জিনিসের মতো এগুলিকে মাটি ভরাটের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর এর পরিণতি হতে পারে মারাত্মক। কী তাকে সোলা প্যানেলে? সোলার প্যানেল তৈরির মূল উপকরণ হল, সিসা ও ক্যাডমিয়াম। নষ্ট হওয়া সৌর-প্যানেলের এই পদার্থগুলি জলের সঙ্গে মিশে যায়, উদ্ভিদের ক্ষতি করে, মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয়, সর্বোপরি আমাদের জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলে। এমনকী স্বাস্থেরও সমস্যা হতে পারে।

রি-সাইক্লিংয়ের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্যানেল থেকে রুপো ও তামা বের করে ন্যেয়া হয়। এরপর প্যানেলে থাকা কাচের আস্তরণ ও প্লাস্টিক ফার্নেস পুড়িয়ে ফেলা হয়। দূষণ প্রতিরোধে সৌরশক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারে? এই শক্তির উৎস হল, উজ্জ্বল সূর্যালোক। দূষণকারী তাপবিদ্যুতের উৎপাদন কমিয়ে গোটা বিশ্বে সৌরশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে। বলতে গেলে, এটা হল, দূষণের হাত গত এক দশকে বার্ষিক সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির হার ৩০ শতাংশ বেড়েছে এবং খরচ কমেছে ৯০ শতাংশ।

পাশাপাশি সৌর প্যানেলের গুণগত মানেরও উন্নতি ঘটেছে। এর ফলে শীতকালেও তাপমাত্রার তীব্রতা কম থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ উৎপাদন ভালো হয়। এখন ‘নাইট সোলার প্যানেল’ অর্থাৎ রাতেও কার্যকরী হবে, এমন প্যানেল তৈরি তোড়জোড় চলছে। এ তো গেল সৌর-বিদ্যুতের ভালো দিক। কিন্তু এর অন্ধকার দিকও রয়েছে, যা নিয়ে সচরাচর খুব একটা আলোচনা হয় না। এ নিয়ে বহু প্রশ্ন ও তোলা যায়। সৌর-বিদ্যুৎ কি যথেষ্ট কার্যকরী? মেঘলা আবহাওয়া বা বর্ষার সময় সোলার প্যানেল কতটা কার্যকর? সৌর-বিদ্যুৎ কি যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ নয়? এইসব বিজ্ঞাসার পাশাপাশি যে মূল প্রশ্নটি উঠে আসছে, তা হল, সোলার প্যানেলের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর কী হয়?

সোলার প্যানেল সাধারণত তিন ধরনের হয় মনোক্রিস্টালিন, পরিক্রিস্টালিন এবং থিন-ফিল্ম। অনেকগুলি সোলার সেল বা সৌরকোষ দিয়ে এক-একটি প্যানেল তৈরি করা হয়। সৌর কোষকে ফটোভোল্টেয়িক কোষও বলা হয়ে থাকে। সৌরকোষ সূর্যের আলো পড়লে তা বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এবং তা সম্ভব হয় সৌরকোষের জন্যই। বাজারে দ্রুত উঠে আসছে সৌরশক্তি। পরিবেশবান্ধব, তাই এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। প্যানেলের আয়ু ২৫ থেকে ৩০ বছর। তারপরৎ ইন্টারন্যাশনাল রিনিউবেল এনার্জি এজেন্সির এক রিপোর্ট অনুযায়ী,২০৩০-এর মধ্যে বিপুল পরিমাণ সৌর-প্যানেলের বর্জ্য তৈরি হবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে তা পৌঁছে যাবে ৭৮ মিলিয়ন টনে। বছরে বিশ্বে ৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন করে সৌর-বর্জ্য তৈরি হতে থাকবে। কারণ, উন্নত প্যানেল এবং কম খরচের কথা ভেবে গ্রাহকদের অনেকেই ৩০ বছরের আয়ু ফুরনোর আগেই নতুন প্যানেল লাগাতে উৎসাহী হতে পারেন। তাই ২০৫০-এর মধ্যে সৌর বর্জ্যের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ৩১৫,০০০ মেট্রিক টনে।

সোলার কোম্পানিগুলি অকেজো প্যানেলকে মাটিতে ফেলে দিতে পারে কিংবা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পাঠিয়ে দিতে পারে। তবে এটি ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পশ্চিমারা নিজের পায়ে কুড়াল মারল

বিশেষ প্রতিবেদন।। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা চালায় রাশিয়া। এর জবাবে রাশিয়ার ওপর, বিশেষ করে অর্থনীতিকে লক্ষ্য করে পশ্চিমা দেশগুলো একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে থাকে। এমনকি সেই সব দেশে থাকা রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভও জব্দ করা হয়। এই হামলা শুরুর ঠিক এক মাস পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মস্কোর ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর ‘অভূতপূর্ব নিষেধাজ্ঞা’কে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, রাশিয়ার মুদ্রা ‘রুবল ধ্বংসস্তূপে’ পরিণত হয়েছে। তখন রুবলের মান প্রায় অর্ধেক কমে যায়। ৭ মার্চ ১ ডলার কিনতে খরচ হতো ১৪৩ রুবল।

রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রথম কয়েক সপ্তাহ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তখন মানুষ ব্যাংক থেকে যতটা সম্ভব অর্থ তুলতে শুরু করে। আমদানি করা জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মানুষ যা পেরেছে সব কিনে রেখেছে। ফলে গত এপ্রিলে ভোক্তা মূল্যসূচক ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর পরের মাসেই রুশ মুদ্রা রুবল ঘুরে দাঁড়ায়। জানুয়ারির তুলনায় ডলারের বিপরীতে রুবলের মান ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা গত সাত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আর এটি সম্ভব হয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নেওয়া অনেকগুলো পদক্ষেপের কারণে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ‘অবন্ধুসুলভ’ দেশগুলোকে রাশিয়া থেকে গ্যাস আমদানির জন্য শর্ত বেঁধে দেওয়া। বলা হয়, ক্রেতাদের গ্যাসের মূল্য রুবলে পরিশোধ করতে হবে। এর জন্য তাদের রাশিয়ার রাষ্ট্রমালিকানাধীন জ্বালানি কোম্পানি গাজপ্রমের ব্যাংকে হিসাব খুলতে হবে এবং ইউরো ও ডলারে পরিশোধিত অর্থ রুবলে রূপান্তর করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলেই গ্যাস সরবরাহ চুক্তি স্থগিত করবে মস্কো।

আইটিআই ক্যাপিটলের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ ইস্কান্দার লুটস্কো আল-জাজিরাকে বলেন, তিনটি ঘটনা রুবলের মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এগুলো হলে নিষেধাজ্ঞার কারণে তেলের মূল্যবৃদ্ধি, পুঁজি নিয়ন্ত্রণ, ডলারের চাহিদা হ্রাস, তেল ও গ্যাস রপ্তানির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার অতিরিক্ত তারল্য।

লুটস্কো বলেন, নিষেধাজ্ঞা ও পুঁজি নিয়ন্ত্রণ রুবলের জন্য সহায়ক হয়েছে।

গত সপ্তাহে রাশিয়া এক মাসের মধ্যে তৃতীয়বার নীতি সুদহার হ্রাস করেছে। ফলে রাশিয়ার ব্যাংক খাতে বৈদেশিক মুদ্রার অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়ে ডলারের মানও একটু কমে যায়, যা ঐতিহাসিকভাবে খুবই বিরল।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ব্যাচেস্লাভ মিশচেঙ্কো আল-জাজিরাকে বলেন, রুশ অর্থনৈতিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের শুরুতেই মানুষের আবেগ ও ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া বেশ ভালোভাবেই সামাল দিতে পেরেছে।

মিশচেঙ্কো বলেন, প্রথম দিকে গ্রাহকেরা আতঙ্কে যা পাচ্ছিল সব কিনে নিচ্ছিল। এ কারণে তখন জিনিসের দাম বেড়ে যায়। কিন্তু এপ্রিলের শুরুতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। পণ্য আমদানিতে এখন কিছু সমস্যা হচ্ছে, তবে সেগুলো তেমন কিছু নয়। যতটা না অর্থনৈতিক কারণে পণ্যের দাম বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি বেড়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণে। গত মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি আমদানি বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা করেছে। তবে পুতিন বলেছেন, ইউরোপ নিজেদের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার কারণে ‘নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে।’ এর ফলে জ্বালানির দাম ও মূল্যস্ফীতি হবে।

রাশিয়ার ছিল মধুচন্দ্রিমা

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব মোকাবিলায় রাশিয়া সঠিক কৌশল নিতে পেরেছে। এখন প্রশ্ন হলো, পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কাটাতে পারবে তো? লুটস্কো বলেন, নিষেধাজ্ঞার প্রথম কয়েক মাস রাশিয়ার অর্থনীতির জন্য ছিল অনেকটা ‘মধুচন্দ্রিমার মতো’। আবার ইউরোপের এই কঠিন নিষেধাজ্ঞার মুখে ‘রুশ সরকারের তেমন কিছু’ করারও ছিল না।

লুটস্কো আরও বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম জ্বালানি রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়া বিশ্বব্যাপী তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রায় ২০ শতাংশ এবং গ্যাসের সাড়ে ১৭ শতাংশ রপ্তানি করে থাকে।

রুশ সরকার তার আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, যা এখন তার বাজেটের ৬৫ শতাংশ, অথচ ইউক্রেন আক্রমণের আগে এটি ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে এক মাস ধরে নিজেদের মধ্য আলাপ—আলোচনা চালায়। তবে শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এ বছরের শেষ নাগাদ ইইউ রাশিয়ার কাছ থেকে ৯০ শতাংশ তেল আমদানি কমাবে। গত বৃহস্পতিবার তারা এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। এই দেশগুলোতে সমুদ্রপথে তেল যায়। তবে হাঙ্গেরি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করতে পারবে। ভূমিবেষ্টিত দেশটি পাইপলাইনে সরবরাহ করা রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।

ব্যাপক ছাড়

লুটস্কো বলেন, এই নিষেধাজ্ঞার কারণে বাজার অস্থিরতায় আদতে লাভ হয়েছে রাশিয়ারই। যেখানে আগে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ছিল ৬০ ডলার, এখন তা ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। চলতি বছরের প্রথম ৩ মাসে রাশিয়া ৫৮ বিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত বাণিজ্য করে, যা দেশটির ইতিহাসে রেকর্ড।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছে বলে মন্তব্য করেন আইটিআই ক্যাপিটলের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ ইস্কান্দার লুটস্কো। তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, বিশেষ করে বিশ্বের বৃহত্তম তেল আমদানিকারকদের জন্য। তবে চিনের মতো অনেক দেশ এ থেকে লাভবান হচ্ছে। তারা রাশিয়ার কাছ থেকে বড় ছাড়ে বিপুল পরিমাণ তেল কিনে নিচ্ছে। এটি ওইসিডি ইউরোপ (অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর মতো দেশের ভোক্তাদের জন্য আরও বেশি সমস্যাপূর্ণ।

আইটিআই ক্যাপিটলের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ বলেন, ‘আমি মনে করি, এসব নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য মানসিক চাপ তৈরি করা। এটা দেখানো যে আমরা শুধু দেখছি না, ব্যবস্থাও নিচ্ছি। কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে দরিদ্র দেশগুলোর ওপর এর কী প্রভাব পড়বে, তা বিবেচনায় নেয়নি।’

সরবরাহ ব্যাহত

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ব্যাচেস্লাভ মিশচেঙ্কো বলেন, যখন নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্ষতির কথা আসে, তখন দেখা যায় ‘রাশিয়া ইইউ থেকে অনেক ভালো অবস্থায় আছে।’ পণ্যের চাহিদা আছে। বিশ্ববাজারে রাশিয়ার স্থান, বিশেষ করে জ্বালানি পণ্যের ক্ষেত্রে, অন্য কেউ নিতে পারবে না। রাশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে যত বেশি উত্তেজনা চলবে, গ্যাসের মতো কিছু পণ্যের দাম তত বাড়বে।

নানাভাবে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়া রাশিয়ার রপ্তানির পরিমাণ কমলেও আয় বেড়েছে কয়েকগুণ। এটি ডলার ও ইউরোর ওপর চাপ তৈরি করেছে। বিপরীতে রুবলের মান বাড়ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রায় ৩৬ শতাংশ তেল ও ৪০ শতাংশের বেশি গ্যাস রাশিয়া থেকে আমদানি হয়ে থাকে। মিশচেঙ্কো বলেন, কয়েক দশক ধরে রাশিয়া ভারত, চীন ও দক্ষিণ---পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি বিস্তৃত করছে। চিন এখন রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার, যেখানে ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলের আগে জার্মানি ছিল রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার।

একইভাবে ২০১৪ সালে রাশিয়া ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ খাদ্য আমদানিকারক। বাস্তবতা হলো, তারা আগে যে পরিমাণ খাদ্য আমদানি করত, এখন তার চেয়ে বেশি রপ্তানি করছে।

গত তিন মাসে ভারত আগের তুলনায় চার গুণ বেশি অপরিশোধিত তেল কিনেছে। এর মধ্য দিয়ে দেশটি এখন রাশিয়ার শীর্ষ অপরিশোধিত তেল ক্রেতা।

মস্কোর তেল রপ্তানি আয় এখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। প্রতি মাসে ২০ বিলিয়ন ডলার আয় করছে তারা, যা ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ৫০ শতাংশ বেশি।

ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের রাশিয়ার বিকল্প খুঁজতে হবে উল্লেখ করে মিশচেঙ্কো বলেন, সমস্যা হলো, জ্বালানির জন্য ইউরোপ রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে পার্শ্ববর্তী এত বড় রপ্তানিকারককে ফেলে দূরের কোনো অঞ্চল থেকে বিকল্প খুঁজে পাওয়া মোটেও সহজ হবে না। আমার মনে হয়, এই নিষেধাজ্ঞা উভয় পক্ষের জন্য ক্ষতিকর।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কংগ্রেসের মতো বিজেপি সরকারও সর্বক্ষেত্রে বরাক উপত্যকাকে বঞ্চনা করছে

হাইলাকান্দি (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : কংগ্রেসের মতো বিজেপি সরকারও বরাক উপত্যকাকে বঞ্চনা করে আসছে। সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত বরাক। নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রদত্ত সমস্যাবলি এখনও পূরণ হয়নি কেন, প্রশ্ন তুলেছেন রাইজর দল-এর প্রধান তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ।মূলত গতকাল হাইলাকান্দিতে অখিল গগৈয়ের কিছু কর্মসূচি ছিল। কিন্তু গোটা জেলায় সিআরপিসি-র ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় তাঁর কোনও কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। এতে ক্ষুব্ধ অখিল গগৈ রাজ্য সরকার বরাক উপত্যকাকে বঞ্চনা করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। এই উপত্যকার জন্য বিকল্প সড়কপথ, রেলপথ ও চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দাবি করেছেন রাইজর দল-এর সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন, কংগ্রেসের মতো বিজেপি সরকারও বরাক উপত্যকাকে বঞ্চনা করে আসছে। তিনি বলেন, মেঘালয় হয়ে বরাক উপত্যকা-গুয়াহাটি সংযোগী সড়কপথটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিভিন্ন সময় ধস পড়ে সড়ক বন্ধ হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হন। তাই চন্দ্রনাথপুর-লঙ্কা হয়ে গুয়াহাটি সংযোগী প্রস্তাবিত নতুন রেলপথে অনুমোদন তড়িঘড়ি প্রদানের দাবি জানান বিধায়ক অখিল গগৈ। তিনি বলেন, বরাক উপত্যকার যাতায়াতের সমস্যা দূর করতে বিধানসভার অধিবেশনে সরব হবেন তিনি। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে ভারতীয় রেলমন্ত্রক লংকা-শিলচর ভায়া চন্দ্রনাথপুর ২০৮ কিলোমিটার বিকল্প নতুন রেলপথের চূড়ান্ত সার্ভে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রস্তাবিত বিকল্প ওই রেলপথের চূড়ান্ত সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ করে তুলতে রেলমন্ত্রক ৪৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দও করেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা নির্বাচনের আগে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির চাকরির ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন তা তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতারণা কোনওভাবে তিনি বা তাঁর দল মেনে নেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিন। অখিলের মতে, স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বরাক উপত্যকাকে তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচি ছিল। কিন্তু জেলায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় সভার পূর্বানুমতি বাতিল করে দেয় জেলা প্রশাসন। এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন, বিজেপি নেত্রী কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর ফলে দেশে সৃষ্ট হিংসার বাতাবরণ সামাল দিতে যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, এর বিরুদ্ধে নয় রাইজর দল। কিন্তু আগে প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত করতে জেলা প্রশাসনের বাধা দেওয়ার ঘটনা শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, তা হিমন্তবিশ্ব সরকারের ফ্যাসিবাদী নীতির প্রতিফলন, অভিযোগ করেন গগৈ।

অখিল গগৈ আরও বলেন, রাইজর দল-এর উত্থানে বিজেপির সঙ্গে আজমলের এআইইউডিএফ দলও শংকিত হয়ে পড়েছে। তাই হাইলাকান্দির এআইইউডিএফ বিধায়করা রাইজর দল-এর কর্মী সম্মেলন ও যোগদান সমারোহ আটকাতে প্রশাসনকে চাপ সৃষ্টি করেছেন, এই খবরও তাঁর কাছে রয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন তিনি। গগৈ বলেন, হাইলাকান্দিতে তিনি সভা করলে ইউডিএফ বিধায়কদের মুখোশ খুলে যাওয়ার আশঙ্কায় ভীতিগ্রস্ত জেলার তিন বিধায়ক। যদিও তিনি শীঘ্রই আবার হাইলাকান্দিতে আসবেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়ে যান।

নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, স্কুলে আটকে বেধড়ক মার শিক্ষককে

বাঁকুড়া, ১৫ জুন (হি. স.) : ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে প্রাথমিক শিক্ষককে মারধর করে স্কুলে তালাবন্ধ করে রাখলেন স্থানীয়রা। জখম শিক্ষককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানা এলাকার একটি প্রাথমিক স্কুলে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কোতুলপুরের ডিঙ্গেরবন রঘুনাথপুর প্রাথমিক স্কুলে অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে মিড ডে মিলের বরাদ্দ চাল আনতে যায় তৃতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রী। অভিযোগ, চাল দেওয়ার পর অন্য ছাত্রীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলেও ওই ছাত্রীকে স্কুলে আটকে রাখেন শিক্ষক মুরারী মোহন মণ্ডল। এরপর ওই ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি তার শ্লীলতাহানিও করা হয় ।অভিযোগ, ওই ছাত্রী বাড়ি ফিরে গিয়ে কান্নাকাটি করে। চাপের মুখে গোটা বিষয়টি পরিবারকে জানায় সে। বুধবার ওই শিক্ষক স্কুলে এলে তাঁকে আটকে রেখে ব্যাপক মারধর করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা। ভাঙচুর করা হয় ওই শিক্ষকের বাইকও। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশও স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। শেষে পুলিশ ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। অভিযুক্ত শিক্ষকের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিক্ষোভ প্রদর্শন করার দায়ে দেড়শ জনকে আটক করল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি. স.): মানি লন্ডারিং মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)---এর সামনে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবাদে একটি মিছিল বের করার চেষ্টা করে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। পুলিশ মিছিলের অনুমতি না দিলেও কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা মিছিল বের করার চেষ্টা করেন। বুধবার তৃতীয় দিনেও বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস কর্মীরা ।দিল্লি পুলিশের বিশেষ কমিশনার (আইন শৃঙ্খলা) সাগর প্রীত হুডা বলেন, পুলিশ আজও মিছিলের অনুমতি দেয়নি। আজ পুলিশ অভিযান চালিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় দেড়শ জনকে আটক করেছে। আটক নেতাকর্মীদের বাসে করে দিল্লির বিভিন্ন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো লাঠিচার্জ হয়নি। তিন দিনে ৮২৬ কংগ্রেস নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়েছে।

অসমে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ টেন্ডারে কারচুপি, তল্লাশি সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১৫ জুন (হি . স.) : অসমের দিসপুরে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ ও সংস্কারমূলক কাজের বরাত নিয়ে কারচুপির অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বুধবার অভিযান চালানো হয়, মুচিপাড়া থানা এলাকার ১৩ ডি, ফরডাইস লেনে সৌমিত্র দে নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। সিবিআই সূত্রে খবর, ওই বেসরকারি সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের বাড়ি থেকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২.৩৩ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।ওই বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগ রয়েছে কলকাতার ব্যবসায়ী সৌমিত্র দে-র। বৈদ্যুতিক সামগ্রির ওই ব্যবসায়ী ওই সংস্থার মাধ্যমে অসমে জাতীয় সড়কে বৈদ্যুতিক সামগ্রি সরবরাহ করেছিলেন। তাই সংস্থার সঙ্গে কী ভাবে যোগাযোগ, কত টাকার লেনদেন হয়েছে? তা জানতে চান তদন্তকারীরা। তাই এদিন সৌমিত্র দে'র বাড়িতে অভিযান চালাল সিবিআই। প্রসঙ্গত এরআগে ২০১৮ সালে মেঘালয়ে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের বরাত পেয়েছিল এই সংস্থা। তাতেও কারচুপি করে বেআইনি ভাবে ব্যাঙ্কের নথি বের করে পেশ করার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। বেশ কয়েকজনের নাম উঠে আসে।

উল্লেখ্য, দিসপুরে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়। তারই বরাত পেতে ঘুষ কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে। সরাসরি এই কেলেঙ্কারিতে যোগ রয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়ার দিসপুর আঞ্চলিক অফিসের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্টের। যারা মূলত ঘুষ নিয়ে হরিয়ানার এক বেসরকারি সংস্থাকে বরাত পাইয়ে দিতে যে যে সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে জাতীয় সড়ক অথরিটির ওই দুই অফিসার ও বেসরকারি সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সহ তিন কর্মী অর্থাৎ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুধু তাই নয় এই মামলাতে ইতিমধ্যে অভিযান চলেছে বেঙ্গালুরু, হরিয়ানার গুরুগ্রাম, শিলং ও পাটনায়।

সত্য বলার জন্য রাহুলকে হেনস্থা করা হচ্ছে অশোক গেহলট

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি. স.) : সত্য বলার জন্য রাহুল গান্ধীকে হেনস্থা করা হচ্ছে। বিজেপি শাসনের আট বছর অন্ধকার ইতিহাস হিসেবে দেখা হবে বলে মোদী সরকারের কড়া সমালোচনা করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। বুধবার দিল্লিতে কংগ্রেস সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, সত্যের আওয়াজ তোলার জন্য প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে হয়রানি করছে মোদী সরকার। বিজেপির চাপে গান্ধী পরিবারকে টার্গেট করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রাহুলই দেশের একমাত্র নেতা যিনি বিজেপির কু-শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন। বিজেপি কংগ্রেসকে শাস্তি দিচ্ছে, কিন্তু কংগ্রেস সত্যের আওয়াজ তুলতে থাকবে।

গেহলট আরও বলেন, ২০১৫ সালে, ইডি-র যুগ্ম পরিচালক স্তরের তদন্তকারী অফিসার সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়ার জন্য মামলাটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বন্ধ মামলা খুলে গান্ধী পরিবারকে হয়রানি করার জন্যই এই ধরনের কাজ করা হয়েছে। এটা সঠিক নয়, মানুষ সব দেখছে। এদিন গেহলটের সঙ্গে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খার্গ এবং কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালাও উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যসভা ভোটে ক্রস ভোটিংয়ের জন্য রাজস্থানের বিধায়ককে বহিষ্কার করল বিজেপি

জয়পুর, ১৫ জুন (হি. স.) : রাজস্থানের রাজ্যসভা নির্বাচনে ক্রস ভোটিংয়ের জন্য বিধায়ক শোভরানী কুশওয়াহকে দল থেকে বহিষ্কার করল বিজেপি। বুধবার কুশওয়াহকে একটি চিঠিতে বিজেপি কেন্দ্রীয় শৃঙ্খলা কমিটির সেক্রেটারি ওম পাঠক বলেন, শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পৃথক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আপনাকে অবিলম্বে দল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে এবং দলের দেওয়া অন্যান্য দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে।'প্রসঙ্গত, গত ১০ জুন রাজ্যসভা নির্বাচনে কুশওয়াহ পার্টি হুইপ লঙ্ঘন করে কংগ্রেস প্রার্থী প্রমোদ তিওয়ারির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। বিজেপি সেদিনই তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে সাসপেন্ড করেছিল। বিধায়ককে ১৯ জুনের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে হয়েছিল। কিন্তু তার আগে তিনি বিজেপিকে লক্ষ্য করে একটি বিবৃতি জারি করেছিলেন। বিধায়ক বলেন, দল তাকে রাজ্যসভা নির্বাচনে এমন একজন নির্দল প্রার্থীকে ভোট দিতে বলেছিল, যিনি খোলাখুলিভাবে ক্রস ভোটিং নিয়ে আলোচনা করছেন। শোভরানী কুশওয়াহ প্রাক্তন বিএসপি বিধায়ক বিএল কুশওয়াহার স্ত্রী। একটি হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে তিনি ২০১৬ সালের ডিসেম্বর থেকে বিধায়ক পদ হারিয়েছিলেন। ২০১৭ সালে বিজেপির টিকিটে তিনি উপনির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন।

কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে বিজেপি ছাড়লেন ১৫ জন নেতা- কর্মী

গড়বেতা, ১৫ জুন (হি. স.) : একের পর এক ঘটনায় বারবার চরম অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি শিবির। আবারও পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় দলের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দল ছাড়লেন নেতা-কর্মীরা ।বুধবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার ঘটনা। রাজ্যের অন্য কিছু জেলার মত মণ্ডল কমিটি নিয়েই অসন্তোষ এখানেও। অভিযোগ, মণ্ডল কমিটি গঠনে স্বজনপোষণ করা হয়েছে। শুধু দল ছাড়াই নয়, কার্যালয়ে তালাও ঝুলিয়ে দিলেন বিক্ষুব্ধ বেসুরো বিজেপি নেতা ও কর্মীরা ।জানা গিয়েছে, গড়বেতার নয়া পশ্চিম মণ্ডল কমিটি কমিটি থেকে বাদ পড়েছে বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মীর নাম। এর পরেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। দেখিয়েছেন বিক্ষোভ। যাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিজেপি শিবিরের অন্দরে। চরম অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি শিবির। বিক্ষোভ দেখানোর পরেই বিক্ষুব্ধরা দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয় বুধবার কার্যালয়ে তাঁরাই ঝুলিয়ে দেন তালা ।বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ, মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে। সমস্ত ঘটনা বিক্ষুব্ধরা জেলার শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন। বিক্ষুব্ধদের মধ্যে রয়েছেন দলের জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্যও। এই প্রসঙ্গে মণ্ডল সভাপতিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটা একটা ছোট ঘটনা মাত্র। মিটিয়ে নেওয়া হবে। আর বিজেপির এই ভাঙনকে কটাক্ষ করেছে স্থানীয় তৃণমূল শিবির। তাদের বক্তব্য, বিজেপি আগে নিজেদের ঘর সামলাক, তারপরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে আসবে ।উল্লেখ্য, পদত্যাগকারীরা সকলেই মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সদস্য। বিজেপিতে আবারও ভাঙনের খবর আসতেই তীব্র অস্বস্তিতে পড়ে গেরুয়া শিবির। রাজ্য বিজেপি বারবার ভাঙন নিয়ে চরম অস্বস্তিতে পড়ছে।

স্থগিত গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের সব পরীক্ষা

গুয়াহাটি, ১৫ জুন (হি.স.) : কৃত্রিম বন্যার কবলে পড়েছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ও। ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করতে পারছেন না। তাই গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের সব পরীক্ষা আগামী ২০ জুন পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ছাত্র সংস্থার আলোচনাক্রমেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত দুদিনের কৃত্রিম বন্যার কবলে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বেশ কয়েকটি অঞ্চল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসের কয়েকটি আবাস জলের তলায়। প্লাবিত ছাত্রাবাসগুলিতে নেই খাবার ও পরিস্রুত জল। এই সমস্যাবলি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন স্নাতকোত্তর ছাত্র সংস্থার পদাধিকারীর। ওই আলোচনাতেই ২০ জুন পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি বন্যার ফলে পানীয়জল সহ অন্য সমস্যাবলি সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ২০ জুনের পরবর্তী পরীক্ষাগুলি পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

রাহুলকে ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদ ঘিরে উত্তাল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি. স.) : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) জিজ্ঞাসাবাদ ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লিতে। সোমবার ও মঙ্গলবারের পর বুধবারও রাহুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তদন্তকারী সংস্থা। প্রতিবাদে ফের গর্জে উঠলেন কংগ্রেস কর্মীরা। কংগ্রেসের সদর দফতরে ঢুকে কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। এই ঘটনাকে 'গণতন্ত্রের হত্যা' বলে বর্ণনা করেছেন তিনি। অভিযোগ, কংগ্রেস কার্যালয়ের সমস্ত প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ ।রাহুলকে ইডির জিজ্ঞাসাবাদের বিরোধিতায় অধীর চৌধুরী, কে সি বেণুগোপাল, ভূপেশ বাঘেল, অজয় মাকেন, গৌরব গগৈয়ের মতো কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা দলের সদর দফতরের বাইরে 'সত্যাগ্রহ' কর্মসূচি পালন করছেন। বিজেপি ও পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁরা স্লোগানও দেন ।এদিকে, ইডি দফতরের বাইরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন রাহুল-অনুরাগীরা। কংগ্রেসের একাধিক কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। বিক্ষোভের জেরে রাজধানীতে যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সংসদে গান্ধী মূর্তির পাদদেশেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস সাংসদরা।

কর্ড শাখার পাল্লা রোড স্টেশনে রেল অবরোধ

হাওড়া, ১৫ জুন (হি.স.): বুধবার ব্যস্ত সময়ে বর্ধমান-হাওড়া কর্ড শাখার পাল্লা রোড স্টেশনে চলল রেল অবরোধ ।গ্রাম্য রাস্তাতে রেল প্রাচীর তুলে দেওয়ার আশঙ্কা ও রেলের জায়গার বাইরে থাকা দোকান-ঘরও ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে এই অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে বর্ধমান-হাওড়া কর্ড শাখায় ট্রেন চলাচল কিছুক্ষণের জন্য বিঘ্ন হয়। সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎ করে রেল অবরোধের ঘটনায় চরম সমস্যায় পড়েন অফিসযাত্রীরা। হয়রানির শিকার হন নিত্যযাত্রীরাও। তবে রেল পুলিশের তৎপরতায় অবরোধ বেশিক্ষণ চলেনি। ২০ মিনিটের মধ্যেই আরপিএফ এবং জিআরপি-র আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষুব্ধরা। তারপর ধীরে-ধীরে বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ।জানা গিয়েছে, স্টেশনে কাজের জন্য পাল্লা রোড স্টেশন সংলগ্ন ছোট ছোট ঘর ও দোকান রেলের তরফে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

স্পেনের বিদেশমন্ত্রীকে স্বাগত জানালেন জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি.স.): ভারত সফরে এসেছেন স্পেনের বিদেশমন্ত্রী জোসে ম্যানুয়েল আলবারেস। বুধবার ভারত সফরে আসার পর স্প্যানিশ বিদেশমন্ত্রীকে স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। টুইট করে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, "আলোচনা আমাদের অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"এই সফরে ভারত ও স্পেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার ওপরই দুই দেশের বিদেশমন্ত্রী জোর দেবেন বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। পাশাপাশি বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেবেন তাঁরা। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং পারস্পরিক স্বার্থের আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার কথা রয়েছে স্পেনের বিদেশমন্ত্রী জোসে ম্যানুয়েল আলবারেসের। ইউক্রেনের সঙ্কট নিয়েও তাঁদের মধ্যে হতে পারে আলোচনা।

আখনুরে চন্দ্রভাগা নদীতে ডুবে মৃত্যু এক কিশোরের

জম্মু, ১৫ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে চন্দ্রভাগা নদীতে (চিনাব নদী) ডুবে প্রাণ হারাল এক কিশোর। নিখোঁজ আরও দু"জন কিশোর, তাঁদেরও মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতে জম্মু জেলার আখনুর মহকুমায় চিনাব নদীতে ডুবে যায় তিন কিশোর। পুলিশ জানিয়েছে, আখনুরের মালপুর ডুমিতে পারকাশুৎসব উদযাপনে অংশগ্রহণ করেছিল তিন কিশোর, যথাক্রমে লাবিশ (১৭), অংশ (১৩) ও মণীশ কুমার (১৮)।ধীরে ধীরে নদীর ধার থেকে যাওয়ার সময় তাঁরা চিনাব নদীতে ডুবে যায়। বুধবার সকাল পর্যন্ত এক কিশোরের দেহ উদ্ধার হয়েছে, এখনও নিখোঁজ আরও দুই কিশোর। তাঁদের বেঁচে থাকার আর কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী, নিখোঁজ দুই কিশোরের সন্ধানে এখনও চলছে অনুসন্ধান।

পুলিশের হাজিরা এড়ালেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা নবীন জিন্দল

মুম্বই, ১৫ জুন (হি. স.) : মহারাষ্ট্র পুলিশের হাজিরা এড়ালেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা নবীন জিন্দল। পয়গম্বর বিতর্কে টুইট করার অভিযোগে নবীনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল মহারাষ্ট্রের ভিয়ান্দি থানা। সেই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার নবীনকে ডেকেছিল পুলিশ। যদিও নির্ধারিত সময়ে হাজিরা দিতে ব্যর্থ হন বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা নবীন জিন্দল ।মহারাষ্ট্র পুলিশ সূত্রে খবর, একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নবীনকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। বুধবার তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এমনকী পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগও করেননি। নবী সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে ৫ জুন বিজেপি দলের জাতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মা এবং দিল্লি বিজেপির মিডিয়া সেলের প্রধান নবীন জিন্দলকে বহিষ্কার করে ।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ধর্মীয় পয়গম্বরদের সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে দেশ ও দেশের বাইরের ইসলামিক দেশগুলিতে নিন্দার ঝড় উঠেছে। অনেক দেশ ভারতীয় পণ্য বয়কটের দাবি তুলেছে।

হাইলাকান্দিতে বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস, গ্রেফতার তিন

হাইলাকান্দি, (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দি শহরে পুলিশের অভিযানে লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ড্রাগস কারবারের অভিযোগে তিনজনকে আটক করে গ্রেফতার করেছে হাইলাকান্দি সদর থানার পুলিশ। ধৃতদের জাহাঙ্গির আলম মজুমদার, রুকন লস্কর এবং মজাহির উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে ।আজ বুধবার হাইলাকান্দির সদর ডিএসপি নির্মল ঘোষ জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে গতকাল মধ্যরাতে জেলা সদর শহরের প্রাণকেন্দ্র কাটলিছড়া বাসস্যোলন্ড এলাকার একটি দোকানে হানা দিয়েছিল সদর থানার ওসি এমপি দাওলাগাপুর নেতৃত্বে পুলিশের এক দল। অভিযানে পুলিশের দল ৭.৮ গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন এবং ২০০টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত মাদক দ্রব্যগুলির বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা হবে। তিনি জানান, তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মাদক কারবারি জাহাঙ্গির আলম মজুমদার, রুকন লস্কর এবং মজাহির উদ্দিনের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

বিধানসভা অধিবেশন থেকে বিজেপি বিধায়কদের কক্ষত্যাগ

কলকাতা, ১৫ জুন (হি. স.) : রাজ্যের অশান্ত পরিস্থিতি দমনে পুলিশ মন্ত্রী অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, বুধবার বিধানসভা অধিবেশনে এই প্রশ্ন তুললেন বিজেপি বিধায়করা। এর পাশাপাশি একাধিক অভিযোগকে সামনে রেখে অধিবেশন ওয়াকআউট করল বিজেপি। তীব্র উত্তেজনা বিধানসভা চত্বরে ।বুধবার বিধানসভা অধিবেশনের শুরু থেকেই রাজ্যের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন বিজেপি বিধায়করা। পয়গম্বর বিতর্ককে কেন্দ্র করে তোলপাড় পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশ্যে আসছে অশান্তির ছবি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অশান্তি প্রসঙ্গে পুলিশ মন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তোলেন বিজেপির বিধায়ক বিশাল লামা। অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বিধানসভা থেকে কক্ষত্যাগ করেন বিধায়করা। এদিকে আগের অধিবেশনে সাসপেন্ডেড বিধায়করা বিধানসভার বাইরেই ছিলেন। তাদের অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেন অন্যান্য বিধায়করা। সেখানে ছিলেন খোদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিধানসভার বিক্ষোভে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা বিরোধী দলনেতার

কলকাতা, ১৫ জুন (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লির বৈঠককে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার শুভেন্দুবাবু বিধানসভা ভবনের বিক্ষোভ অবস্থানে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেন ।শুভেন্দুবাবু বলেন, বিরোধীদের অধিকাংশই যোগ দেবেন না নয়াদিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা এই বৈঠকে। এদিন অবস্থানের মাঝেই বিধানসভার অধ্যক্ষকেও কটাক্ষ করেন শুভেন্দুবাবু। অধ্যক্ষকে মুখ্যমন্ত্রীর লোক, তৃণমূলের লোক বলে মন্তব্য করেন। সেই সঙ্গে, সাসপেনশনের বিষয়ে হাই কোর্টের নির্দেশ মেনেই চলবেন বলে জানান শুভেন্দুবাবু। উল্লেখ্য, গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে নজিরবিহীনভাবে বিধানসভা কক্ষে একাধিকবার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, হাতাহাতিতে জড়ানোর মতো ঘটনার জেরে বিরোধী শিবিরের ৭ জনকে সাসপেন্ড করে দিয়েছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই অধিবেশনে তাঁদের আর যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। এই তালিকায় ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার আসন্ন অধিবেশনে তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? তা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৭ বিধায়ক। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে মামলাটি উঠলে তিনি জানান, বিধানসভার বিধি মেনেই এর সমাধান করতে হবে। এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি সাসপেনশন।

করিমগঞ্জ শহরে গাছের চাপায় হত অটোচালক

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : ভয়ংকর এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন এক অটোচালক। একই ঘটনায় দুই অটো যাত্রীও জখম হয়েছেন। নিহতকে নিলামবাজার এলাকার জনৈক আজহার উদ্দিন বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ঘটনাটি সংঘটিত ঘটেছে আজ বুধবার বেলা প্রায় পৌনে একটা নাগাদ করিমগঞ্জ শহরের মেইন রোডে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের সামনে। চলন্ত অটোরিকশার উপর আচমকা একটি প্রাচন গাছ উপড়ে পড়ে যায়। এতে অটো রিকশাটি একেবারে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেছে। গাছের চাপায় ঘটনাস্থলেই অটোচালকের মৃত্যু ঘটেছে ।গাছটি অটোরিকশার উপর পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনতা ছুটে গিয়ে অটোর ভিতর থেকে দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। তবে চালকের উপর বিশাল গাছটি পড়ে চেপে ধরেছিলো, তাই স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় এসডিআরএফ আজহারের নিথর দেহ দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া অটোর ভিতর থেকে উদ্ধার করেছে ।এদিকে পুলিশ নিহত আজহারের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি, প্রশাসনের তরফ থেকে লোক-লশকর লাগিয়ে রাস্তায় পতিত গাছ কেটে সাফাইয়ের কাজ শুরু করেছে।

৫জি স্পেকট্রামের নিলামের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি. স.) : বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৫জি স্পেকট্রামের নিলাম চালানোর একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এর ফলে সাধারণ এবং উদ্যোগকে ৫জি পরিষেবা দেওয়ার জন্য সফল দরপত্রদাতাদের স্পেকট্রাম বরাদ্দ করা হবে।

বুধবার রেল, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো ৫জি স্পেকট্রাম নিলামের ঘোষণাকে ভারতীয় টেলিকমের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা বলে অভিহিত করেছেন। একটি সরকারি খবর অনুসারে, ২০ বছরের মেয়াদ সহ মোট ৭২০৯৭.৮৫ মেগাহার্টজ স্পেকট্রামের নিলাম এই বছরের জুলাইয়ের শেষের দিকে শুরু হবে। সরকার ৯টি স্পেকট্রাম নিলাম করার পরিকল্পনা করেছে। ৬০০ মেগাহার্টজ, ৭০০ মেগাহার্টজ, ৮০০ মেগাহার্টজ, ৯০০ মেগাহার্টজ, ১৮০০ মেগাহার্টজ, ২১০০ মেগাহার্টজ, ২৩০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে নিলাম হবে।

ডিজিটাল কানেক্টিভিটি ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া ইত্যাদির মতো ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে সরকারের নীতি উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়েছে। ব্রডব্যান্ড, বিশেষ করে মোবাইল ব্রডব্যান্ড, নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। ২০১৫ সাল থেকে সারা দেশে ৪জি পরিষেবার দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে এটি একটি বড় ধরনের উন্নতি লাভ করেছে। ২০১৪সালে ১০০ মিলিয়নের তুলনায় আজ ৮০০ মিলিয়ন গ্রাহকের ব্রডব্যান্ড অ্যাক্সেস রয়েছে।

জলন্ধর-দিল্লি বিমানবন্দর ভলভো বাস পরিষেবার সূচনা

জলন্ধর, ১৫ জুন (হি.স.) : পঞ্জাবের জলন্ধর থেকে জলন্ধর-দিল্লি বিমানবন্দর ভলভো বাস পরিষেবার সূচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। বুধবার সবুজ পতাকা নেড়ে জলন্ধর-দিল্লি বিমানবন্দর ভলভো বাস পরিষেবার সূচনা করেছেন দিল্লি ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। এই বাস পরিষেবার সূচনা করার পর কেজরিওয়াল বলেছেন, ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জলন্ধরের শহীদ ভগৎ সিং ইন্টারস্টেট বাস টার্মিনাল পর্যন্ত চলাচল করবে এই সুপার ডিলাক্স ভলভো বাস।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ছত্রাক দিয়ে চাঁদে তৈরি হবে বাড়ি?

মহাকাশের রহস্য ভেদে বহু দশক ধরেই বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত। আর সেই সূত্রে এমন সব তথ্য সামনে আসছে যা সকলের কল্পনার বাইরে। মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা নাসা এমন সমস্ত নিত্য নতুন ভাবনা সামনে আনছে গবেষণার মাধ্যমে, যা মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

নাসা জানিয়েছে কাচ বা ধাতু দিয়ে নয়, চাঁদ-মঙ্গলে মানুষের ভবিষ্যতের বাড়ি তৈরি হবে ব্যাঙের ছাতার মতো ছত্রাক দিয়ে। আর সেই বিষয়টি নিয়ে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

নাসা'র মাইকো আর্কিটেকচার প্রকল্পের প্রধান লিন রথচাইল্ড এ কথা জানিয়েছিলেন কয়েক বছর বছর আগে। তাঁর কথায়, ছত্রাকের গোড়ার অংশ যা মাইসেলিয়া নামে পরিচিত সেটি আগামী দিনে গেমচেঞ্জার রূপে দেখা দিতে পারে। এই মাইসেলিয়া কিন্তু খালি চোখে দেখা যায় না। অথচ মাটির নীচে এর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে। মাইসেলিয়া দিয়ে তৈরি বাড়িগুলি হবে তিনটি স্তরের গম্বুজের মতো। এ প্রসঙ্গে নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, একেবারে বাইরের স্তরটি তৈরি করা হবে বরফ দিয়ে। তাতে বিকিরণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মাঝের স্তরটি নির্মিত হবে সায়ানোব্যাকটিরিয়া দিয়ে। সেখান থেকে অক্সিজেন পাওয়া যাবে। তাতে খাদ্য পাবে মাইলসিলিয়া। যা দিয়ে তৈরি হবে একেবারে ভিতরের স্তরটি। এখন প্রশ্ন সায়ানোব্যাকটেরিয়া থেকে কীভাবে অক্সিজেন পাওয়া যাবে? এ ব্যাপারে নাসা জানাচ্ছে ওই ব্যাকটেরিয়া সূর্যালোকের সাহায্যে চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহে অনায়াসে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। আর তাতে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হবে অক্সিজেন। যা মানুষের বসতি স্থাপনে সাহায্য করবে। কারণ অক্সিজেন ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আর সেই অক্সিজেন কৃত্রিমভাবে জোগান দেবে ব্যাকটেরিয়া।

সেই লক্ষ্যে গবেষণা অব্যাহত। ইতিমধ্যেই ল্যাবরেটরিতে বিষয়টি নিয়ে কাজ করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। সেই সঙ্গে চলছে ছত্রাক দিয়ে বাড়িঘর বা অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরির প্রচেষ্টা। ছত্রাকের বৃদ্ধির হার প্রতি সেকেন্ডের ভিত্তিতে কতটা হচ্ছে সেই সম্পর্কিত পরিসংখ্যান রাখছেন বিজ্ঞানীরা। এভাবে চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহে বাড়ি তৈরি করতে গেলে খরচ অপেক্ষাকৃত অনেকটা কম হবে বলে দাবি করছেন নাসার গবেষকরা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে তবে কি মহাকাশে মানুষের বসতি স্থাপনে আর বেশি দেরি নেই? তবে বিজ্ঞানীরা সুনির্দিষ্ট ভাবে কোনও সময় জানাতে না পারলেও তাঁদের আশা আগামী দিনে এই প্রচেষ্টা নতুন ইতিহাস তৈরি করবে। আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্ব।

বয়স কমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ড্রাগন ফলে

বিদেশি ফল হলেও আমাদের দেশে পরিচিতি পেতে শুরু করেছে ড্রাগন ফল। এই ফল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পাশাপাশি ত্বক উজ্জ্বল করা থেকে শুরু করে ওজন কমাতেও কার্যকরী। এই ফল দেখতে যেমন সুন্দর, তেমন সুস্বাদুও। এটি দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের প্রিয় ফল। তবে ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং চীনেও পাওয়া যায়।

ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে আমরা কত কী ব্যবহার করি। কিন্তু উজ্জ্বল ত্বকের জন্য কিন্তু ক্রিম, সিরামই যথেষ্ট নয়। সঠিক খাবারই পারে ত্বকের সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে। ত্বক ভালো রাখতে চাইলে ড্রাগন ফল বেছে নিন। দেশি ফল না হলেও বাজারে এর দেখা মিলবে। এর ব্যবহারে আপনার ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেবে না। এমনটাই প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। ব্রণ নিয়ে সমস্যায় ভুগলে বা ত্বকের উজ্জ্বলতা কমলে এই ড্রাগন ফল বেশ কাজে লাগবে। কারণ এতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি। যা আপনাকে ব্রণের সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। এই ফলের রস লাগিয়ে স্ক্রাব করলেও উপকার পাবেন। রোদে পোড়া ত্বকের যত্নে ভিটামিন ই এর ক্যাপসুলের সঙ্গে একটি ড্রাগন ফলের চার ভাগের এক ভাগ মেশান এবং এটি ত্বকে লাগান। ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। তারপর ঠান্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে নিন। প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসেবে আস্থা রাখতে পারেন ড্রাগনের ফলের উপর। কারণ এর ৮০ শতাংশই জল। অকালে ত্বক কুঁচকে যাওয়া রোধ করতে চাইলে এই ফল আপনার জন্য কার্যকরী। ১ টেবিল চামচ ড্রাগন ফলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ দই মেশান। ফলটি ম্যাশ করুন। মিশ্রণটি আপনার মুখে লাগান। আপনার চোখের নিচে পুরু করে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। ড্রাগন ফল ভিটামিন সিতে ভরপুর। এই সময়ে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে ভিটামিন সি এর প্রয়োজন। এই ফল আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। শরীরে শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে ড্রাগন ফল। এটি ওজন কমাতেও সাহায্য করতে পারে। কারণ এর ৮০ শতাংশই জলে। ড্রাগন এমন একটি ফল যা প্রচুর ফাইবার সমৃদ্ধ, যা অন্ত্রের গতিবিধিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বয়স ধরে রাখার পাশাপাশি সুস্থতার জন্য ড্রাগন ফল রাখুন প্রতিদিন।

অর্শের জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছেন? রোজের এই খাবার পাতে আছে তো

অর্শ হচ্ছে এমন একটি রোগ যে আক্রান্ত হয় তিনিই বুঝতে পারেন এর কষ্ট কতখানি। প্রথমত, মলত্যাগের সমস্যা হয়। এর পাশাপাশি মলের সঙ্গে রক্তপাত হয়। সাধারণত মলদ্বারে নীচে কোনও শিরা ফুলে গেলে এবং সেই অঞ্চল থেকে রক্তপাত হয়। এছাড়াও জ্বালা, চুলকুনি, ব্যথা, অস্বস্তি এসব লেগেই থাকে।

সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এটি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কিন্তু পাইলসের সমস্যা একদিনে তৈরি হয় না। দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগলে এবং এই অবস্থার যত্ন না নিলে সেটাই ভবিষ্যতে গিয়ে অর্শের রূপ ধারণ করে। তখন অস্ত্রপচার ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। তাই প্রথম থেকে আপনাকে খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিতে হবে। তবে এমন নয় যে আপনাকে বিশেষ কিছু খাবার খেতে হবে। রোজের খাবার খেয়েই আপনি পাইলসের সমস্যাকে দূর করতে পারবেন।

মূলত খারাপ জীবনযাপনই এই অবস্থার জন্য দায়ী। অতিরিক্ত পরিমাণ ধূমপান, দীর্ঘক্ষণ ধরে বেগ চেপে রাখা এসব কারণেই মূলতএই সমস্যা বেশি হয়। দিনের পর দিন এই বেগ চেপে রাখার কারণে কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মল যতই শক্ত হবে ততই কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্যের সম্ভাবনা বাড়ে। মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়ে। শরীর অত্যন্ত কষে যায়। পাইলসের সমস্যা থাকলে কিছু খাবার কিন্তু এড়িয়ে যেতেই হবে। এর পাশাপাশি রোজের খাদ্যতালিকায় এই ৫ খাবার অবশ্যই রাখতে হবে।

জল: পাইলসের সমস্যা থাকলে দিনে কমপক্ষে ৩ লিটার জল পান করতেও হবে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে আগেই সচেতন হতে হবে। এবং জল পানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

ভুসি: কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলসের সমস্যা থাকবে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস জলে দু'চামচ ভুসি মিশিয়ে খান। এতে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। এটি মলকে নরম করে দেবে এবং সহজেই পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই কোনও ভাবে ভুসিকে বাদ দেবেন না খাদ্যতালিকা থেকে।

রাতে অবশ্যই রুটি খাবেন: রাতে অনেকেই ভাত খেয়ে থাকেন। কিন্তু আপনার যদি কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা পাইলসের সমস্যা থাকে তাহলে রাতে আটার রুটি খাবেন। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে যা মলকে নরম করে দিতে সাহায্য করে।

ওটস: এখন ব্রেকফাস্টের মেনুতে জনপ্রিয় ওটস। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য যেমন উপকারী এই খাবার তেমনই পাইলসের রোগীদের জন্যও রামবাণ। দিনে একবার জলখাবারে ওটস খেলে শরীর থেকে অনেক রোগই দূরে থাকবে।

ফল, শাক-সবজি: আপনি ডায়েট থেকে কোন খাবার বাদ দিলেন, এর চেয়েও জরুরি আপনার রোজকার পাতে যেন ফল, শাক-সবজি থাকে। এগুলো প্রাকৃতিক পুষ্টি সম্পন্ন হয়। এতে মলত্যাগে সমস্যা দেখা দেয় না এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়।এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

মাশরুম বেশি খেলে বাড়তে পারে রোগের আশঙ্কা

ডায়াবেটিস হলে অনেক খাবারই এড়িয়ে চলতে হয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখতে পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়। এতে করে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ডায়াবেটিস।

স্বাস্থ্য সচেতনরা নিয়মিত মাশরুম খেয়ে থাকেন। জানেন কি, মাশরুম স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী? মাশরুম রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে পারে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, হোয়াইট বাটন মাশরুম একটি প্রি-বায়োটিক হিসেবে কাজ করে এবং অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার গঠন পরিবর্তন করতে সহায়তা করে। যা লিভারে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করে। এই গবেষণাটি ইঁদুরের উপর পরিচালিত হয়েছিল। প্রতিদিন প্রায় ৩ আউন্স করে মাশরুম খাওয়ানো হত ইঁদুরকে। এরপর জানা যায়, মাশরুম প্রি-বায়োটিক হিসেবে কাজ করে।

ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে মাশরুমের স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক। বাজারে বিভিন্ন ধরনের মাশরুম পাওয়া যায়। তবে এগুলোর মধ্যে সাদা, পোর্টোবেলো মাশরুম ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী।

ডায়াবেটিস রোগীদের মাশরুম খাওয়া কেন জরুরি?

প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে মাশরুমে। এটি সেলেনিউম সমৃদ্ধ; যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।

গ্লগ্ন অক্সিডেটিভ স্ট্রেস শরীরে ইনসুলিন প্রতিরোধের কারণ হয়ে থাকে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের দিকে পরিচালিত করে। তাই মাশরুম খেলে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করে এবং রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কমে। পলিস্যাকারাইড মাশরুমে পাওয়া এই সক্রিয় যৌগতে অ্যান্টি-ডায়াবেটিক প্রভাব রয়েছে। মাশরুমে ক্যালোরির পরিমাণ অনেক কম। এতে দ্রবণীয় ফাইবার বেশি থাকে। যেকোনো খাবারের সঙ্গে মাশরুম খাওয়া যেতে পারে।

যে ১২টি খাবার বাড়িয়ে দেয় আপনার ব্রেনের ক্ষমতা

স্মৃতিশক্তি কমার মতো ঘটনা ঘটতে শুরু করলে আগামী সময়ে ডিমেনশিয়ার বা অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যেমন থাকে, তেমনি নানাবিধ ব্রেন ডিজিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তাই মনে রাখার ক্ষমতা কমার মতো ঘটনা ঘটলে যত শীঘ্র সম্ভব একটা "এম আর আই" করে নিতে ভুলবেন না।

সেই সঙ্গে খাওয়া শুরু করতে হবে এই প্রবন্ধে আলোচিত খাবারগুলো। তাহলেই দেখবেন মস্তিষ্ক নিয়ে আর কোনও চিন্তা থাকবে না।

এ ক্ষেত্রে দুইটি প্রশ্ন। এম আরই কেন করতে হবে এবং এই লেখায় আলোচিত খাবারগুলো কেন খেতে হবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির গবেষকদের করা এক স্টাডিতে দেখা গেছে, "এম আর আই" হল একমাত্র একটি পরীক্ষা, যার সাহায্যে লক্ষণ প্রকাশের আনেক আগে থেকেই জেনে যাওয়া সম্ভব কোনও ধরনের ব্রেন ডিডিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে কি-না। আর এই প্রবন্ধে আলোচিত খাবারগুলো খাওয়া শুরু করলে দেহের ভিতরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যে তার প্রভাবে ব্রেন পাওয়ার বাড়ে চোখে পরার মতো। আর ব্রেন পাওয়ার বাড়লে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া এবং মস্তিষ্কের কোনও রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যে আর থাকে না, তা তো বলাই বাহুল্য!

প্রসঙ্গত, যে যে খাবারগুলো খাওয়া শুরু করলে ব্রেনের ক্ষমতা বাড়ে সেগুলো হল-

কফি : ব্রেন পাওয়া বাড়াতে বাস্তবিকই এই পানীয়টি নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। আসলে কফিতে উপস্থিত একাধিক উপকারি উপাদান শরীরে প্রবেশ করার পর মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে এতটাই বাড়িয়ে তোলে যে অ্যালঝাইমারসের মতো রোগ ধারে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পায় না। সেই সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা কমে, শর্ট টার্ম মেমরি জোরদার হয়ে ওঠে এবং পার্কিনসনের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও আর থাকে না। তবে দিনে ২ কাপের বেশি কফি খেতে যাবেন না যেন!

টমাটো : এই সবজিটিতে উপস্থিত ক্যারোটিনয়েড, লাইরোপেন এবং বিটা-ক্যারোটিন শরীরে প্রবেশ করার পর ব্রেনে উপস্থিত টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। ফলে মস্তিষ্কের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা যায় কমে। সেই সঙ্গে ব্রেনের ক্ষমতা এতটা বেড়ে যায় যে স্মৃতিশক্তির উন্নতি তো ঘটেই, সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং মনোযোগ ক্ষমতার উন্নতি ঘটতেও সময় লাগে না।

ব্রকলি : সালফারাফেন নামক একটি উপাদানে ভরপুর এই সবজিটি খাওয়া মাত্র শরীরে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদান বেরিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে ব্রেন সেলের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়।

আখরোট : এতে রয়েছে প্রচুর মাত্রা ভিটামিন, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, কপার, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফাইবার নানাভাবে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে কাজে লাগে। সেই সঙ্গে দেহে উপকারি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও বাড়ায়। ফলে সবদিক থেকে মস্তিষ্কের উপকার হয়।

পালং শাক : পালং শাকে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন কে, ফলেট এবং লুটেইন ব্রেনের কর্মক্ষমতা বাড়াতে দারুন কাজে আসে। ফলে নিয়মিত এই শাকটি খেলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রেন পাওয়ার চোখ পরার মতো বৃদ্ধি পায়।

হলুদ : এই প্রকৃতিক উপাদানটি ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে দারুন কাজে আসে। আসলে হলুদে উপস্থিত বেশি কিছু কার্যকরি উপাদান একদিকে যেমন মস্তিষ্কের ভিতরে প্রদাহ কমায়, তেমনি অন্যদিকে বুদ্ধির বিকাশেও সাহায্য করে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি প্রায় তিন হাজার বছর পুরানো একটি আয়ুর্বেদিক পুঁথির খোঁজ মিলেছে, তাতেও ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে হলুদ কিভাবে কাজে আসে, সে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

অলিভ অয়েল : দক্ষিণ এশিয়ায় সাধারণত রান্না করতে অলিভ ওয়েল ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু যদি করা হয়, তাহলে দারুন উপকার মিলতে পারে। আসলে এই তেলটিতে রয়েছে পলিফনল নামে একটি উপাদান, যা ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে দারুন কাজে আসে। প্রসঙ্গত, একাধিক কেস স্টাডি চলাকালীন বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন পলিফেনল নামক উপাদানটি নার্ভ সেলের কর্মক্ষমতা বাড়য়ে দেয়। ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে।

শতমূলী : এই প্রকৃতিক উপাদনটিতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফাইবার এবং এমন কিছু উপাদান, যা শরীরে মস্তিষ্কের উপকারি লাগে এমন বাকটেরিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি করে। সেই সঙ্গে এতে উপস্থিত ফলেট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটারি উপাদানও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাম : এই ফলটিতে উপস্থতি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ব্রেন সেল যাতে শুকিয়ে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখে। সেই সঙ্গে ব্রেনের ভিতরে প্রদাহ কমানোর মধ্যে দিয়ে নানাবিধ ব্রেন ডিজিজকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, যাদের পরিবারে অ্যালঝাইমারস বা ডিমেনশিয়ার মতো মস্তিষ্কের রোগের ইতিহাস রয়েছে, তারা যদি প্রতিদিন জাম খেতে পারেন, তাহলে দারুন উপকার মেলে।

নারকেল তেল : নারকেল তেলে উপস্থিত নিউরনের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। সেই সঙ্গে শরীরে উপস্থিত নানাবিধ ক্ষতিকারক উপাদান যাতে মস্তিষ্কের ভিতরে কোনও ক্ষতি সাধন করতে না পারে, সে দিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, নিউরনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান আরও দ্রুত গতিতে হতে থাকে। ফলে যে কোনও কাজ নিমেষে সম্পন্ন করতে কোনও কষ্টই করতে হয় না।

ডিম :এতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় কোলিন এবং উপকারি কোলেস্টেরল, যা নিউরনের ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে সার্বিকভাবে ব্রেন পাওয়া বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানেই শেষ নয়, একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন ডিম খেলে দেহে বিশেষ এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যা ব্রেন সেলের যাতে কোনওভাবে ক্ষতি না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখে। ফলে নানাবিধ ব্রেন ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

মাছ : বেশি তেল রয়েছে এমন মাছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড নামে একটি উপাদান থাকে, যা মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে দারুন কাজে আসে। আসলে এই উপাদনটি ব্রেন সেলের ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি মস্তিষ্কের যে অংশটা স্মৃতিশক্তির আঁধার, সেই অংশের ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। ফলে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আর থাকে না বললেই চলে।

এই ১০টি খাবার আদৌ 'বাঙালি' নয়! কোন দেশ থেকে এসেছে জানলে অবাক হবেন

ডাল-ভাত হোক বা লুচি তরকারি, ভোজনরসিক বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে উপাদেয় পদের অভাব নেই। মাছ-মাংস তো আছেই, সঙ্গে হরেক মিষ্টি, তেলেভাজা, পানীয়- বাঙালি খাবারের তালিকা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু বাঙালির একান্ত আপন যে খাবার, যা পাতে না পড়লে তার দিন কাটে না সেসবের অনেক কিছুই বাঙালি তো দূর, ভারতবর্ষের নিজস্ব খাবারই নয়। বাইরে থেকে এসব খাবার এসেছে ভারতে, তারপর ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কালে কালে মিশে গেছে ওতপ্রোতভাবে আজকের প্রতিবেদনে রইল তেমন ১০টি খাবারের হদিশ, যেগুলি আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় অনিবার্য, অথচ ভারতীয় নয়। অজান্তেই বিদেশি খাবার আপন করে নিয়েছি আমরা।

সিঙ্গাড়া সান্ধ্য জলখাবারের একটা অতি আবশ্যক এবং অতি উপাদেয় পদ। ভিতরে আলুর পুরওয়ালা এই তেলেভাজার নাম শুনলেই ভোজনরসিকদের জিভে জল চলে আসে। বাঙালির এত আপন যে সিঙ্গাড়া, সেটা কিন্তু বাইরে থেকে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় খাবার কালেভদ্রে এদেশে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। হয়ে উঠেছে আপন। সন্ধ্যাবেলার জলখাবারে যদি সিঙ্গারার একচেটিয়া রাজত্ব হয়, তবে সকালে অবশ্যই লুচির রমরমা। ছাঁকা তেলে ভাজা গরম গরম লুচি আর আলুর দম যেন অমৃতকেও হার মানায়। অনেকে তো লুচির পেলে বিরিয়ানিও ভুলে যায়। অথচ লুচি এখানকার খাবার নয়। আগে এদেশে লুচি পাওয়া যেত না। পোর্তুগিজদের হাত ধরে লুচি এদেশে এসেছে। তারপর জড়িয়ে গেছে আবশ্যক খাবারের তালিকায়। বাঙালি খাবারের একেবারে শুরুতেই পাতে পড়ে শুক্তো। শুক্তো না হলে খাওয়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শুক্তো দিয়েই খাওয়া শুরু করে বাঙালি। তারপর মাছ-মাংসের উপাদেয় পদ এসে ভিড় করে। অথচ এই শুক্তোও বাঙালি খাবার নয়। পোর্তুগালের খাবার শুক্তো কালের প্রবাহে মিলেমিশে গেছে বাংলার খাদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে। ভোজনরসিক হোক বা না হোক, চা রোজকার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চা না হলে সকাল শুরু হয় না। চা না হলে জমে না সন্ধ্যার আড্ডা। কাজের ফাঁকে মাথা ধরলে তো চায়ের বিকল্প নেই। তবে চা যে ভারতীয় খাবার নয় তা হয়তো অনেকেরই জানা। চায়ের উত চিনে। চিন দেশ থেকেই চা এবং চা তৈরির পদ্ধতি ভারতে এসেছে।

উত্তর ভারতের একটা জনপ্রিয় খাবার এই রাজমা-চাওয়াল। সেখান থেকে বাংলাতেও তা চলে এসেছে। আজকাল বাঙালিরা অনেকেই রাজমা-চাওয়াল খান। বাঙালি ঘরে নিয়মিত এই সুস্বাদু পদ রান্না হয়। কিন্তু এই খাবারটি ভারতীয় নয়। সুদূর মেক্সিকো থেকে গুয়াতেমালা হয়ে ভারতে পা রেখেছে রাজমা। ভারতীয় খাবারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে গেছে তারপর।

বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে জিলিপির জুড়ি নেই। সকাল হোক বা বিকেল, পাড়ার মোড়ের দোকানে জিলিপি ভাজা হলেই আনচান করে ওঠে মন। মনে হয় কখন গরম গরম জিলিপির স্বাদ পাবে জিভ। এই জিলিপিও এখানকার খাবার নয়। মধ্যপ্রাচ্য এর উত। ভাজা মিষ্টির বেশিরভাগই এসেছে সেখান থেকেই। বিয়েবাড়িতে নান মাস্ট। নান না হলে বিয়েবাড়ির মেনু জমেই না। পুরু ময়দার আবরণের আড়ালে নরম তুলতুলে রুটি যেন অমৃত। নান একেবারেই এদেশের নিজস্ব খাবার নয়। পারস্য থেকে মোগলদের হাত ধরে ভারতে এসেছে নান। বাঙালির শীতকাল গুড় ছাড়া অসম্পূর্ণ। নলেন গুড়ের রসগোল্লা থেকে শুরু করে ঝোলা গুড় দিয়ে রুটি, শীতকালে এসবই বাঙালির একচেটিয়া খাবার। তবে এই গুড়ও ভারতের নিজস্ব নয়, খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরির কায়দা এদেশে প্রথম এসেছিল পোর্তুগিজদের হাত ধরেই।

শীতের সকালে কফির কাপে চুমুক দিয়ে দিন শুরু হয় বাঙালির। ফিল্টার কফি কিন্তু এখানকার পানীয় নয়। দক্ষিণ ভারতে কফির চাষ হয় বটে, তবে সেখানকার নিজস্ব আবিষ্কার নয় এই ফিল্টার কফি। মক্কা থেকে এই কফি এদেশে আনা হয়। নীলগিরি কফি নামেও এর খ্যাতি রয়েছে। একটা সময়ের পর কফি বাঙালির রোজকার জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, ঠিক চায়ের মতো। লালচে বাদামি রঙের এই মিষ্টি রসে টইটুম্বুর। গুলাব জামুন শেষ পাতে পড়লে আর কিছু লাগে না। এই মিষ্টির নাম শুনেই বোঝা যায় এটা বাইরের দেশের। মধ্যপ্রাচ্য থেকেই গুলাব জামুন এসেছে ভারতে।

অগ্নিপথ-এর অধীনে ৪ বছর পূর্ণ করলেই অগ্নিবীরদের অগ্রাধিকার

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি.স.): বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অগ্নিপথ প্রকল্পের অধীনে ৪ বছর পূর্ণ করা অগ্নিবীরদের সিএপিএফ ও অসম রাইফেলসে নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক টুইট করে এমনটা জানিয়েছে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখায় (স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনা) নিয়োগের নতুন প্রকল্প 'অগ্নিপথ' ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। এই প্রকল্পে নিয়োগ করা সেনাদের নাম হবে 'অগ্নিবীর'।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বুধবার টুইট করে জানিয়েছে, দেশের তরুণ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ''অগ্নিপথ যোজনা'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। এই প্রেক্ষাপটে বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অগ্নিপথ প্রকল্পের অধীনে ৪ বছর পূর্ণ করা অগ্নিবীরদের সিএপিএফ ও অসম রাইফেলসে নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্গদর্শনে ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের ফলে ''অগ্নিপথ যোজনা''-র দ্বারা প্রশিক্ষিত অগ্নিবীররা দেশের সুরক্ষায় অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে।

শোপিয়ানে এনকাউন্টারে নিকেশ দুই জঙ্গি, মিলল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ১৫ জুন (হি.স.): সন্ত্রাস-দমন অভিযানে কাশ্মীরে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনী নিকেশ করেছে দুই সন্ত্রাসবাদীকে। শোপিয়ান জেলার কাঞ্জিউলার এলাকার ঘটনা। নিহত জঙ্গিদের নাম-শোপিয়ানের জান মহম্মদ লোনে ও তুফাইল গনাই। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, গত ২ জুন কুলগাম জেলায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বিজয় কুমারকে হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল জঙ্গি জান মহম্মদ লোনে। এনকাউন্টারস্থল থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল ও একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় শোপিয়ান জেলার কাঞ্জিউলার এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। জঙ্গিদের গতিবিধির টের পাওয়ার পর মঙ্গলবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন জঙ্গিরা প্রথমে গুলি চালায়, সুরক্ষা বাহিনী পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দেয়। গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে দুই জঙ্গি। বুধবার সকালে কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, নিহত জঙ্গিদের নাম-জান মহম্মদ লোনে ও তুফাইল গনাই। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বিজয় কুমারকে হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল জঙ্গি জান মহম্মদ লোনে।

দাদাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন, বাঁশদ্রোণী থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ ভাইয়ের

কলকাতা, ১৫ জুন (হি.স.): কলকাতার বাঁশদ্রোণীতে দাদাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করল ভাই। পরে থানায় গিয়ে নিজেই আত্মসমর্পণ করেছে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। অভিযুক্ত ভাই বাঁশদ্রোণী থানায় গিয়ে পুলিশকে জানায়, বালিশ চাপা দিয়ে সে নিজের দাদাকে খুন করেছে। থানায় গিয়ে নিজের অপরাধ সে কবুল করে, এরপর ওই অভিযুক্তকে নিয়ে পুলিশ বাড়িতে গিয়ে দেখে, সেখানে তার দাদার নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। বাঁশদ্রোণীর নিরঞ্জন পল্লীর ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম দেবাশীষ চক্রবর্তি (৫০)। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন।

এ বিষয়ে কলকাতা পুলিশের ডিসি এসএসডি অদ্রীশ পাঠক বলেছেন, এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে তাঁর পরিচয় জানাতে চাননি তিনি। স্থানীয় সূত্রের খবর, আটক অভিযুক্তের দাদা বহুদিন ধরেই শয্যাশায়ী ছিলেন। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি একটি সংস্থায় কাজ করতেন। বেশ কয়েক বছর আগে সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে তাঁকে অবসর দেওয়া হয়। টাকা-পয়সাকে কেন্দ্র করে মাঝেমধ্যেই পরিবারে অশান্তি লেগে থাকত। পুলিশের অনুমান, ঠান্ডা মাথায় বালিশ চাপা দিয়ে দাদাকে খুন করেছে ভাই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দীর্ঘ ১০৪ ঘন্টার প্রচেষ্টার পর সাফল্য ছত্তিশগড়ে কুয়োয় পড়ে যাওয়া বালক উদ্ধার

জাঞ্জগীর-চাম্পা, ১৫ জুন (হি.স.): দীর্ঘ ১০৪ ঘন্টার প্রচেষ্টার পর মিলল সাফল্য। ছত্তিশগড়ের জাঞ্জগীর-চাম্পা জেলার পিহরিদ গ্রামে কুয়োয় পড়ে যাওয়া বালককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। কুয়ো থেকে উদ্ধার হওয়া বালককে বিলাসপুর অ্যাপোলো হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। পিহরিদ গ্রামের বাসিন্দা ১১ বছরের বালক রাহুল সাহু, গত শুক্রবার দুপুর দু''টো নাগাদ বাড়ির পিছনে ৮০ ফুট গভীর কুয়োর পড়ে যায় সে।

ওই দিন থেকেই সেনাবাহিনী, দমকল, পুলিশ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল একসঙ্গে রাহুলকে উদ্ধারের কাজে লেগে পড়ে। প্রায় ১০৪ ঘন্টার প্রচেষ্টার পর মঙ্গলবার রাতে রাহুলকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল জানিয়েছেন, 'সকলের প্রার্থনা এবং উদ্ধারকারী দলের নিরলস ও নিবেদিত প্রচেষ্টায় রাহুল সাহুকে নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।'

সেনাবাহিনীর অফিসার গৌতম সুরি জানিয়েছেন, খুবই চ্যালেঞ্জিং অপারেশন ছিল। যৌথ প্রচেষ্টার কারণেই রাহুলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের সকলের জন্য অনেক বড় সাফল্য। জাঞ্জগীর কালেক্টর জিতেন্দ্র শুক্লা জানিয়েছেন, আমরা জিতেছি, আমাদের টিম জিতেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করা হয়েছে।

সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন সওকত মোল্লা

কলকাতা, ১৫ জুন (হি. স.) : কয়লা পাচার কাণ্ডে দ্বিতীয়বার তলবের পর কলকাতায় সিবিআই দফতর নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা।

এর আগে গত ২৭ মে সওকতকে সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু তাঁর পূর্ব নির্ধারিত কাজ থাকায় হাজিরা দেওয়ার জন্য ১৫ দিন সময় চেয়েছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক। এর পর গত ৯ জুন আবার নোটিশ পাঠায় সিবিআই। ১৫ জুন তাঁকে কলকাতার নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নোটিস পাঠায়। আর দ্বিতীয়বার পাঠানো সেই নোটিশের প্রেক্ষিতে এদিন নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন তিনি। বুধবার সওয়া ১১টা নাগাদ নিজাম প্যালেসে পৌঁছন তিনি। কয়লা পাচারকাণ্ডে সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার উমেশ কুমার তাঁকে এদিন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

কয়লা পাচার কাণ্ডে তদন্তে নেমে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লার নাম পায় সিবিআই। এর পর সওকতকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বেশকিছু নথি নিয়ে সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই আধিকারিকরা জানান, কয়লা পাচার কাণ্ডের তদন্তে নেমে জানা যায়, আসানসোল থেকে বেআইনিভাবে কয়লা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হত। নদিয়া জেলায়ও পাচার করা হত কয়লা। যেখানে কয়লা পাচার করা হত সেই জায়গাগুলির তালিকায় নাম রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের। ক্যানিংয়ে যে ব্যক্তিদের কাছে এই পাচার করা কয়লা পৌঁছত, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা সেই ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের সঙ্গে কথা বলে সওকত মোল্লার নাম উঠে আসে বলে জানান সিবিআই গোয়েন্দারা।

তীব্র গরমে সৌদিতে দুপুরে সূর্যের আলোয় কাজ নিষিদ্ধ

রিয়াদ, ১৫ জুন (হি.স.): তীব্র গরমের জন্য সৌদি আরবে দুপুরে সূর্যের আলোয় বাইরে কাজ করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বুধবার থেকে আগামী তিন মাস এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়েছে, সৌদি আরবে দুপুর থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বাইরে কাজ করা যাবে না। গ্রীষ্মের মাসগুলোতে কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়। নিষেধাজ্ঞার সময় শ্রমিকদের কাজের সময়ের রূপরেখা ঠিক করা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিয়োগকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। তবে যারা এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে ১৯৯১১ নম্বর বা মন্ত্রণালয়ের অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে।

বাঁকুড়ায় বিকল লরিতে ধাক্কা ডাম্পারের মৃত ৪

বাঁকুড়া, ১৫ জুন (হি.স.): বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত কোতুলপুরে বিকল লরিতে ধাক্কা মারল একটি ডাম্পার। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোতুলপুর থানার অন্তর্গত রায়বাঘিনী মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে গরু বোঝাই একটি লরি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে রাস্তার ধারে দাঁড় করানো ছিল, চলছিল মেরামতের কাজ। সেই সময় বিষ্ণুপুরের দিক থেকে আসা বালি বোঝাই একটি ডাম্পার ওই গরু বোঝাই লরিটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে গরু বোঝাই লরিটি উল্টে যায়।

পুলিস জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের ও ৩ জন আহত হয়েছেন। গরু বোঝাই লরিতে থাকা দু''জন ও বালি বোঝাই লরির একজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে ১৩টি গরুর। রাস্তার ধারে অবস্থিত একটি বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পান বাসিন্দারা। ওই গরু বোঝাই লরিটি পুরুলিয়ার বলরামপুর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘটকপুকুর এলাকায় যাচ্ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে তিন জনের বাড়ি ঘটকপুকুর এলাকায়। মৃতদের নাম এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

গোয়ার নতুন রাজভবনের শিলান্যাস করলেন রাষ্ট্রপতি

পানাজি, ১৫ জুন (হি.স.): গোয়ায় নতুন রাজভবনের শিলান্যাস করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বুধবার গোয়ার রাজ্যপাল পি এস শ্রীধরণ পিল্লাই, মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত, কেন্দ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে নতুন গোয়া রাজভবনের শিলান্যাস করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

বর্তমান গভর্নর হাউস প্রাঙ্গণে নতুন রাজভবনটি নির্মাণ করা হচ্ছে, যা পাহাড়ের উপর অবস্থিত তৎকালীন পর্তুগিজ শাসনামলে নির্মিত ৪৫০ বছরের পুরানো অবকাঠামো। বুধবার সকালে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ নতুন কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। বিশেষ পূজার্চনার মধ্য দিয়ে আয়োজিত হয় শিলান্যাস অনুষ্ঠান।

২২ জুন অবধি পঞ্জাব পুলিশের হেফাজতে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই

ভাটিন্ডা, ১৫ জুন (হি.স.): পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালা হত্যা মামলায় গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইকে আগামী ২২ জুন অবধি পঞ্জাবে পুলিশের হেফাজতে পাঠাল পঞ্জাবের মানসা আদালত। বুধবার সকাল ৪.৪০ মিনিট নাগাদ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে লরেন্সকে মানসার বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স ক্লাসের (ডিউটি ম্যাজিস্ট্রেট) কোর্টে হাজির করা হয়।জেলা সিভিল হাসপাতালে মেডিকেল চেকআপের পর লরেন্সকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। পুলিশ হেফাজতের পরে, পঞ্জাব পুলিশ বিষ্ণোইকে মোহালিতে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূত্রের খবর, সিধু মুসেওয়ালা হত্যা-মামলায় বিশেষ তদন্তকারী দল এবং এজিটিএফ লরেন্স বিষ্ণোইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। উল্লেখ্য, গত ২৯ মে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে আততায়ীদের গুলিতে নিহত হন পঞ্জাবি গায়ক সিধু। ওই খুনের তদন্তে নেমে পঞ্জাব পুলিশ লরেন্স গ্যাংয়ের সদস্য সন্তোষ যাদব, হরকমল রানু, কেশব এবং চেতনকে গ্রেফতার করেছে। খুনের দিন সন্দীপ সিং ওরফে কেকদার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল কেশবকে। খুনের ঠিক আগেই পঞ্জাবি গায়কের সঙ্গে নিজস্বী তুলেছিলেন সন্দীপ। আগেই সন্দীপকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিধুর বাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় রেইকি চালাতে কেশবকে সাহায্য করেছিল সন্দীপ। প্রসঙ্গত, ঘটনার আগেই মুসেওয়ালার নিরাপত্তা কমিয়ে দিয়েছিল পঞ্জাব সরকার।

সিকিমের ২০ মাইলে ব্যাপক ধস যানবাহন চলাচল অবরুদ্ধ

কলকাতা, ১৫ জুন (হি.স.): বর্ষার আগমণের পর থেকে টানা বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। উপর্যুপরি ধস নামছে পাহাড়ে। বুধবার সিকিমের ২০ মাইলে ব্যাপক ধসের কারণে যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। মঙ্গলবার সারারাত ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে উত্তরের পাহাড় ও সমতলে। ইতিমধ্যেই সিকিমের ২০ মাইলে ধসের জেরে বিপর্যস্ত যান চলাচল। সেই ধস সরিয়ে খানিকটা যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় আবার ধস নামে। ফলে আবারও যান চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আটকে পড়েছে বহু গাড়ি।

অন্যদিকে, নাথুলা যাওয়ার রাস্তায় ধস নেমেছে। তবে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ২০ মাইলের ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ইতিমধ্যে ধস সারানোর কাজে নেমেছে প্রশাসন।বুধবার ভোররাত থেকে সিকিমগামী রাস্তায় ব্যাপক যানজট, সিংথাম ও রংপোর মধ্যে যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ। অন্যদিকে, সিংথাম থেকে তেমি তারকু, রংপো ও রোরাথাংয়ের যোগাযোগও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে, আগামী পাঁচ দিন সিকিমে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়েও মাঝারি থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিংয়ের সমতল-সহ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তিস্তা এবং অন্যান্য নদীর জলস্তর বাড়তে পারে।

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৮,৮২২; আরোগ্যের হার ৯৮.৬৬ শতাংশ, কোভিডে মৃত ১৫

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৮২২ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে মৃত্যু করোনা-আক্রান্ত ১৫ জন রোগীর। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৫৩ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৮২২ জন। দেশে এই মুহূর্তে দৈনিক সংক্রমণের হার ২ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৫৩,৬৩৭-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩,০৮৯ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৫.৫০-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬০৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৫,৫০,৮৭,২৭১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ জুন সারা দিনে ভারতে ৪,৪০,২৭৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,৫৮,৭১,০৩০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,৪০,২৭৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮,৮২২ জন।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬০৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৫,৫০,৮৭,২৭১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৭৯২ জন (১.২১ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৫,৭১৮ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৬,৬৭,০৮৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৬ শতাংশ।

বাঁকুড়ায় বিকল লরিতে ধাক্কা ডাম্পারের; মৃত ৪, প্রাণে বাঁচলেন ৩ জন

বাঁকুড়া, ১৫ জুন (হি.স.): বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত কোতুলপুরে বিকল লরিতে ধাক্কা মারল একটি ডাম্পার। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোতুলপুর থানার অন্তর্গত রায়বাঘিনী মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে গরু বোঝাই একটি লরি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে রাস্তার ধারে দাঁড় করানো ছিল, চলছিল মেরামতের কাজ। সেই সময় বিষ্ণুপুরের দিক থেকে আসা বালি বোঝাই একটি ডাম্পার ওই গরু বোঝাই লরিটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে গরু বোঝাই লরিটি উল্টে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের ও ৩ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে ১৩টি গরুর। রাস্তার ধারে অবস্থিত একটি বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পান বাসিন্দারা। মৃতরা হলেন ফিরোজ লস্কর, শুকুর লস্কর, ঝন্টু মোল্লা। আর এক জনের পরিচয় জানা যায়নি। এই তিন জন গরুবোঝাই লরিটিতে ছিলেন। পুলিশের দাবি, চতুর্থ জন ডাম্পারের চালক অথবা খালাসি হতে পারেন। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত তিন ব্যক্তির আত্মীয় খাইরুল আলি মোল্লা বলেন, "ফিরোজ লস্কর, শুকুর লস্কর এবং ঝন্টু মোল্লা তিন জনই সম্পর্কে আমার মামা। তিন মামাই ঘটকপুরের বাসিন্দা। দুর্ঘটনার সময় আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। শুনেছি বালিবোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

ওই গরু বোঝাই লরিটি পুরুলিয়ার বলরামপুর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘটকপুকুর এলাকায় যাচ্ছিল। বিষ্ণুপুর-আরামবাগ রাস্তায় রায়বাঘিনী মোড়ের কাছে আচমকা ওই লরিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। রাস্তার ধারে লরিটি দাঁড় করিয়ে সারানোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাঁরা। ভোর রাতে লরি মেরামতির সময় আরামবাগগামী একটি বালিবোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। তার জেরে বালিবোঝাই লরিটি সোজা গিয়ে ঢুকে যায় রাস্তার ধারের একটি বাড়িতে। ওই বাড়িতে তখন ঘুমোচ্ছিলেন এক দম্পতি। লরিটি বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ঢুকে গেলেও প্রাণে বেঁচে যান তাঁরা।

আদালতের নির্দেশে শিক্ষিকা প্রেমিকা বরখাস্ত হতেই বিয়ে ভাঙলেন প্রেমিক, ধরনায় তরুণী

কোচবিহার, ১৫ জুন (হি. স.) : আদালতের নির্দেশে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকার চাকরি হারানোর পথে প্রেমিকা। সেই খবর পেয়েই বিয়েতে বেঁকে বসলেন শিক্ষক প্রেমিক। কিন্তু হাল ছাড়েননি তরুণী। বিয়ে করার দাবিতে সটান প্রেমিকের বাড়িতে ধরনায় বসে গিয়েছেন তিনি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙা মহকুমার নিশিগঞ্জে।

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার বাসিন্দা ওই তরুণী। তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নিশিগঞ্জের এক তরুণের। জানা গিয়েছে, সম্পর্ক ছিল প্রায় ৫ বছরের। তরুণ ও তরুণী ২ জনেই পেশায় শিক্ষক- শিক্ষিকা। তবে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরি গিয়েছে তরুণীর। এরপরেই প্রেমিকাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন প্রেমিক। তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, তার আগেই আদালতের নির্দেশে তরুণীর চাকরি যাওয়াতেই, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেমিক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারের মাথাভাঙা এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণী। তাঁর দাবি, প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে নিশিগঞ্জের বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল তাঁর। দু'জনেই স্কুল শিক্ষক। কিছুদিন আগেই দুই বাড়িতে বিয়ের কথা হয়ে গিয়েছে। এরই মাঝে ঘটে অঘটন। হাই কোর্ট যে শিক্ষকদের বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে, সেই তালিকায় নাম রয়েছে ওই তরুণীর। তাতেই বিপত্তি। প্রেমিকাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন প্রেমিক। সোমবার রাত থেকে হবু বরের বাড়িতে ধরনায় বসেন ওই তরুণী। বেগতিক বুঝে রীতিমতো উধাও হয়ে যান নিশিগঞ্জ মহা বিদ্যালয়ের অতিথি শিক্ষক ওই যুবক। তরুণীও নাছোড়বান্দা, বিয়েতে রাজি না হলে ধরনা থেকে উঠবেন না তিনি। তবে এরই মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ওই যুবকের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে তরুণী।

কেবল রাজ্যের পদস্থ অফিসারদের বাড়তি সুযোগ দেওয়ায় প্রতিবাদ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৫ জুন (হি. স.) : সাধারণ সরকারী কর্মীদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে কেবল এক বিশেষ শ্রেণীর অফিসারদের বাড়তি সুযোগ দেওয়া নিয়ে প্রকাশ্য অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।আবাসন প্রকল্পের ঘোষণাপত্র যুক্ত করে বুধবার তিনি টুইটারে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, ''এটি সমস্ত আপনার অতিরিক্ত বিশেষ কর্মীদের গোষ্ঠীকে দিন। তাতে কেউ আপত্তি করবে না। তবে বাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের তাদের ডিএ-এর ন্যায্য ভাগের জন্য এমাথা থেকে ওমাথা দৌড়াতে বাধ্য করবেন না। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁরা আপনার সৎ মাতৃসুলভ মনোভাবের যোগ্য নয়। 'মালিকানা আবাসন প্রকল্প'-এর মাধ্যমে ডব্লুবিসিএস (নির্বাহী) কর্মকর্তাদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত হারে (বাজার মূল্যের অর্ধেক) বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের মালিকানার ঘোষণা করা হচ্ছে।অপর টুইটে শুভেন্দুবাবু ডব্লুবিসিএস (নির্বাহী) অফিসারদের জন্য প্রশাসনিক/বিশেষ ভাতার হারের সংশোধনের (বর্ধিতকরণ) উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে যুক্ত করেছেন এসডিও, এডিএম এবং ডিএম-দের পুরনো ও নতুন ভাতার হার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থী ডা. মানিক সাহা।

আগামী ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন, বাংলাদেশের পদ্মা সেতু রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশকে যুক্ত করবে

মনির হোসেন,ঢাকা,১৫ জুন।। আগামী ২৫ জুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন, বাংলাদেশের পদ্মা সেতু। এই সেতু রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশকে দক্ষিণবঙ্গের ২১ জেলার সঙ্গে যুক্ত করবে। জানা গেছে,পানি প্রবাহের দিক দিয়ে পৃথিবীতে আমাজন নদীর পরই অবস্থান পদ্মার। প্রমত্তা এই নদীতে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ বাংলাদেশের সাফল্য। উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা পদ্মা সেতু কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশ্বে রেকর্ড করেছে। নদীশাসন, পাইল ও বিয়ারিংয়ের ব্যবহারে পদ্মা সেতুর এ রেকর্ডের কথা জানা গেছে সেতু বিভাগ সূত্রে। খরস্রোতা পদ্মার মাটির ১২০-১২৭ মিটার গভীরে গিয়ে বসানো হয়েছে পদ্মা সেতুর পাইল। এর আগে পৃথিবীর অন্য কোনো সেতুর জন্য এত গভীরে গিয়ে পাইল বসাতে হয়নি। যা একটি রেকর্ড। পদ্মা সেতুতে ব্যবহৃত ''ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিং'' এর সক্ষমতা ১০ হাজার টন। এখন পর্যন্ত কোনো সেতুতে এমন সক্ষমতার বিয়ারিং লাগানো হয়নি। ফলে রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে টিকে থাকার মতো সক্ষমতা রয়েছে এ সেতুর। এছাড়া, এই সেতুতে ব্যবহৃত একেকটি বিয়ারিংয়ের ওজন ১০ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন। পৃথিবীতে এর আগে কোনো সেতুতে এমন বড় বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়নি। পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে। পিলারের ওপর স্প্যান বসাতে যে ক্রেনটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি এসেছিল চীন থেকে। প্রতি মাসে এর ভাড়া বাবদ গুনতে হয়েছে ৩০ লাখ টাকা। ক্রেনটি বাংলাদেশে ছিল প্রায় সাড়ে তিন বছর। এজন্য মোট খরচ হয়েছে ১২ কোটি ৬০ লাখ টাকা। বিশ্বে প্রথম কোনো সেতু তৈরিতে এত দীর্ঘদিন ক্রেনটি ভাড়ায় থেকেছে। এই ক্রেনটির দাম দুই হাজার ৫০০ কোটি টাকা। পৃথিবীতে এই প্রথম কোনো সেতু নির্মাণে কংক্রিট এবং স্টিল উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্বে আর কোনো সেতু নির্মাণে কংক্রিট এবং স্টিলের ব্যবহার একসঙ্গে দেখা যায়নি। অর্থাৎ সেতুগুলো হয় কংক্রিটে নির্মিত, নাহয় স্টিলের।পদ্মা সেতুর সুরক্ষায় নদীতীরের ১৪ কিলোমিটার (১.৬ কিলোমিটার মাওয়া প্রান্তেও ১২.৪ কিলোমিটার জাজিরা প্রান্তে) এলাকা নদীশাসনের আওতায় আনা হয়েছে। এ কাজে ব্যয় হয়েছে ৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকারও বেশি। পদ্মা সেতু প্রকল্প তিন জেলায় বিস্তৃত। মুন্সিগঞ্জের মাওয়া, শরীয়তপুরের জাজিরা এবং মাদারীরপুরের শিবচর।

এসব বিষয়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, পদ্মা সেতু বিশ্বে কয়েকটি বিষয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সেটা হলো গভীরতম পাইল হয়েছে পদ্মায়। কারণ পদ্মার মতো এত খরস্রোতা নদী পৃথিবীর বুকে নেই বললেই চলে। আমরা ভূমিকম্প মোকাবিলায় যে বিয়ারিং ব্যবহার করেছি এটা পৃতিবীতে একটা রেকর্ড। এত বড় বিয়ারিং আগে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। এটা প্রায় ১০ হাজার টনের কাছাকাছি। আরও একটা আছে নদীশাসন। সেতুর জন্য ১৪ কিলোমিটার নদীশাসন আর কোথাও নেই। এত গভীরে আর নদীশাসনও কোথাও হয়নি।

আগামী ২৫ জুন সকাল ১০টায় বহুল কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু পারাপারের জন্য টোলের হার নির্ধারণ করেছে সরকার। গত ১৭ মে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পরিবহনের জন্য আলাদা আলাদা টোলের হার নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। পদ্মা সেতুর (মূল সেতু) দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। দুই প্রান্তের উড়ালপথ ৩ দশমিক ৬৮ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে সেতুর দৈর্ঘ্য ৯ দশমিক ৮৩ কিলোমিটার। পদ্মা সেতু প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তিরবাজারে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসাপাতালে নিয়ে গেছে। পরবর্তী সময় চিকিৎসক অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষনা করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, হাত ও পা কাটা অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে দমকল কর্মীরা উদ্ধারে করে দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চিকিতক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পুলিশের দাবি, অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের বিষয়টি সমস্ত থানায় জানানো হয়েছে। আপাতত মৃতদেহ দক্ষিণ জেলা হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। ওই ঘটনা আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা, পুলিশ দ্বন্দ্বে রয়েছে।

রহস্য বাড়ছে

● প্রথম পাতার পর

নাবালিকা মেয়েটিকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে।তারা সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে ন্যায় বিচার আর্জি জানিয়েছেন।সন্দেহভাজন দুজনের নামে তারা মামলাও রজু করেন চুরাইবাড়ি থানায়। পুলিশ পক্সো ধারায় মামলাও রুজু করেছে।বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। ঘটনার প্রায় পনেরো দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইতিমধ্যেই বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসছে। যে পাথর ক্রেশার তথা কোয়াড়ীতে মৃত নাবালিকা জায়েদা বেগম কাজ করত সেখানকার দায়িত্বে থাকা ফাতিমা বিবির দেওয়া বয়ানে অনেকটাই ইংগিত বহন করছে।জানা যায় তার বাড়ি নদিয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ড এলাকায়।তাকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে জানায়,ঘটনার দিন নাবালিকা মেয়েটিকে সে বাড়ি থেকে ফোন করে এনেছিল ঠিক,কিন্তু কাজ শেষে যখন স্নান করতে যায় তখন তাকে স্নানে যাওয়ার কথা বলে ফাতিমা।জবাবে মেয়েটি বলে মাসি তুমি যাও আমি পরে আসছি।এই বলে সে স্নান করতে চলে যায় অন্যত্র একটি জলাশয়ে।তখন ক্রেশার মালিক নেজাম উদ্দীনও সেখানে ছিলো না বলে তার বক্তব্য।স্নানে যাওয়ার সময় ফাতিমা নাবালিকাকে ক্রেশারের অফিস ঘরের বারান্দায় রেখে যায়।তখন বাইরে বোল্ডার ফাটানো অর্থাৎ চেলি করার কাজে ছিলো নাজিম ওরফে ডাইল নামের এক ব্যক্তি।তাছাড়া পাশের ক্রেশার থেকে বোউল চালক অনল পাল নামে অন্য এক যুবক তাদের ক্রেশারে আসছিলো।জানা যায়, তাদের দুজনেরই বাড়ি আসামের করিমগঞ্জ জেলায় বলে জানা যায়।মাত্র আধঘন্টা সময়ের মধ্যেই ফাতিমা স্নান সেরে ফিরে এসে দেখতে পায় পাশেরই একটি জলাশয়ে লোকজন জড়ো হয়ে নাবালিকা মেয়েটির মৃত দেহ খুঁজছিলো।সে আর কিছুই জানেনা বলে দাবি করে।তবে তার চোখে মুখে ছিলো আতঙ্কের ছাপ।এদিকে পাথর চেলি করার কাজে নিযুক্ত নাজিম ওরফে ডাইল নামের যুবকটি ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ।তার মোবাইল ফোনও নাকি সুইচ অফ রয়েছে। অপর দিকে পাশের ক্রেশারে কাজের দায়িত্বে থাকা দুই শ্রমিক বাসু নাথ ও প্রানতোষ নাথ জানান,ঐ দিন তারা যখন কাজ করছিলেন তখন তারা দূর থেকে দেখতে পান পাশের জলাশয়ের দিকে একটি মেয়ে স্নান করতে যাচ্ছিলো।কিন্তু তারা ঠিক চিনতে পারেননি কে স্নান করতে গিয়েছিল।তার কিছুক্ষণ পরই বোউল চালক অনল পালকে তারা জলাশয়ের দিকে যেতে দেখেন। পাশাপাশি সংবাদকর্মীরা স্থানীয় প্রতিবেশী প্রানেশ নাথ সহ এলাকার টুকটুক চালক অভিজিৎ সিং নামের এক যুবকের কাছ থেকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা জানান,এটি পরিকল্পিত হত্যা না আত্মহত্যা তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে।তবে ঐ ফাতিমা বিবিকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালালে আসল রহস্য পাওয়া যেতে পারে।তবে তাদের দেওয়া বয়ান ও ফাতিমা বিবির বয়ানে এটাই স্পষ্ট যে, ঐ ক্রেশারে কাজের দায়িত্বে থাকা ফাতিমা বিবি এবং পাথর চেলি করার কাজে থাকা পলাতক নাজিম ওরফে ডাইলকে পুলিশ আটক করে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে বেরিয়ে আসতে পারে মূল অপরাধীদের নাম।সাথে খাদিম পাড়া এলাকার মানুষ ও ক্রেশার মালিক চাইছেন এই ঘটনা যদি জলে ডুবে স্বাভাবিক মৃত্যু না হয়ে পরিকল্পিত খুন হয়ে থাকে, তবে পুলিশ দোষীদের শনাক্ত করে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করুক।ন্যায় বিচার পাক মৃত নাবালিকা জায়েদা বেগমের পরিবার।এখন দেখার বিষয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর পুলিশ এই ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটনে কতটুকু সক্ষম হয়। কতটুকু ন্যায় বিচার পায় স্বজন হারা পরিবারটি।

আমি দেশের জনগণ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হই: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,১৫ জুন।। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) যেন সরকারপ্রধানকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে, সে বিষয়ে এ বাহিনীর সদস্যদের খেয়াল রাখতে বলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জনগণের সঙ্গে না মিশলে একজন রাজনীতিকের অবস্থা 'জলের মাছ ডাঙায় ওঠার'মত অবস্থা হয় মন্তব্য করে সব সময় জনগণের সঙ্গে থাকার প্রত্যাশার কথা বলেছেন তিনি। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসএসএফ এর ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, মনে রাখতে হবে, আমরা রাজনীতি করি জনগণের জন্য। জনগণের সাথে একটু কথা বলা, জনগণের সাথে একটু মেশা, এটাই একমাত্র কাজ। এটাই আমাদের শক্তি। আর কোনো শক্তি কিন্তু নেই।এই জনগণই আমাদের প্রাণশক্তি। তাদের জন্যই রাজনীতি। কাজেই আমি শুধু ওইটুকু চাই যে, মানুষ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হই বা মানুষ যেন আমার কাছে আসতে কোনো আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন,বিরোধী দলে যখন ছিলাম, মানুষকে কী দিতে পেরেছি, একটু কথা, একটা আস্থা বা মানুষের বিশ্বাস অর্জন। সেই জনবিচ্ছিন্ন যেন না হয়ে পড়ি, এটা একটু দেখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীত্ব নিজের কাছে 'ভোগের কোনো বস্তু নয়' মন্তব্য করে সরকারপ্রধান বলেন, বাবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫৪ সালে মন্ত্রী ছিলেন, এরপর ৫৬-৫৭ পর্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন। পরে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু পাঁচ ভাই-বোন কখনোই ক্ষমতা ভোগ করার কথা কখনো চিন্তাই করিনি। এটি বাবা-মায়ের নির্দেশ ছিল। দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার পরও জীবন যাপনের ধরনে কোনো 'পরিবর্তন হয়নি' মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন,আমার কাছে একটাই ক্ষমতা, জনগণের জন্য কাজ করব, জনগণের কল্যাণ করব, জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করব। যেটা আমার বাবা শিখিয়েছেন, মা শিখিয়েছেন, সেটাই আমরা করব।কাজেই, আমি শুধু ওইটুকু চাই যে, মানুষ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হই, বা মানুষ যেন আমার কাছে আসতে যেয়ে কষ্ট না পায়, সেদিকে একটু সবাইকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে...। এইটুকুই চাই, নইলে শেষে আমরা ওই যে জলবিহীন মাছের মতো নিজে কষ্ট পাব। বাংলাদেশে যেসব বিদেশি অতিথি আসেন, তারা স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) ভূয়সী প্রশংসা করেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি নিজেও এ বাহিনীর পারদর্শিতা দেখে গর্ব বোধ করেন। কাজেই, এটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশপাশি চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা শৃঙ্খলা সবকিছু মেনেই চলতে হবে। আমাদের এসএসএফ সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন।

এসএসএফ সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছেন, সেজন্য তাদের 'দোয়া' করার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।আমি আমার ছেলে-মেয়ের জন্য যেমন দোয়া করি, নাতি পুতির জন্য যেমন দোয়া করি, তেমনি ঠিক সেই রকমভাবে আমার সাথে যারা কাজ করেন, প্রত্যেকের জন্য আমি দোয়া করি। এসএসএফের জন্য বিশেষ করে দোয়া করি। যেন আমার কারণে যেন কেউ কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটা আমার নিরাপত্তা দিতে গিয়ে যেন কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটা সব সময় আমি চিন্তায় রাখি।

আগামী ১৯ জুন বাংলাদেশ-ভারত বৈঠকে অনেক অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে

মনির হোসেন,ঢাকা,১৫ জুন।। আগামী ১৯ জুন বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বৈঠকে জ্বালানি নিরাপত্তার পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। বুধবার (১৫ জুন) ঢাকার একটি স্থানীয় হোটেলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এ কথা জানান। তিনি বলেন, নতুন ইস্যু হচ্ছে জ্বালানি নিরাপত্তা। এটি কীভাবে নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে কথা হবে। এছাড়া, অনেক অমীমাংসিত বিষয় নিয়েও আলাপ হবে বলে জানান তিনি। যার মধ্যে রয়েছে পাটের ওপর অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক, নদী ও সীমান্ত ইস্যু। তিনি বলেন, ভালো বিষয় হচ্ছে ভারত প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে। যাতে করে কোনও অস্থিতিশীলতা না হয়, উত্তেজনা না হয়।বাংলাদেশে গম রফতানিতে তারা রাজি। এমনকি আমাদের বেসরকারি খাতও আমদানি করতে পারবে। কিন্তু তৃতীয় পক্ষকে বিক্রি করতে পারবে না। জয়েন্ট রিভার কমিশনের (জেআরসি) বৈঠক বিষয়ে তিনি বলেন, গত মাসে আসামে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি বলেছিলাম জেআরসি করার জন্য। কিন্তু সেটা হয়নি। উল্লেখ্য, গত ২৮ মে আসামে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বৈঠক হয়েছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে মন্ত্রী বলেন, তিন বছর পর যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক হয়েছে গতকাল। আমরা প্রথম একটি গ্রুপ পাঠাতে চাই। কিন্তু দিন-তারিখ ঠিক হয়নি।

চাইল্ড লাইনে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে হাজির হয় চাইল্ড লাইন। তারপর খবর পেয়ে স্থানীয় সংবাদকর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে গৃহবধুর স্বামীর বাড়ির লোকজন সাংবাদিকদের সাথে বাজে ব্যাবহার সহ কেমেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়। পরবর্তীতে মা ও শিশুকে উদ্ধার করে তাদের হেপাজতে নিয়ে যায় চাইল্ড লাইন।

মোহনপুরে

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এস বি আই মোহনপুর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অর্ণব সেনগুপ্ত একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশে। সে অভিযোগের ভিত্তিতে সিধাই থানার পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে রাসেল মিয়াকে গ্রেফতার করে। তাকে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। তাঁর সাথে আরো কোন অভিযুক্ত বা চক্র জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এটিএম ভেঙ্গে চুরি সংক্রান্ত যে সমস্ত ঘটনা রয়েছে তার সাথেও তার কোন ধরনের যোগসাজশ রয়েছে কিনা সেটিও পুলিশি তদন্তে তুলে আনার দাবি করেছেন এলাকার সচেতন মানুষ।

লংতরাইভ্যালীতে

● প্রথম পাতার পর

ঔষধ নেই, প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও নার্স পর্যন্ত নেই। মানবিকতার কারনে ডাক্তারবাবুরা নিজেদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে যতটুকু সম্ভব ঔষধ কিনে রোগীদের দিচ্ছেন। তিনি জানান এই অঞ্চলগুলিকে ম্যালেরিয়া প্রভাবিত এলাকা ঘোষণা করে ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য মহকুমা শাসককের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় মাইকযোগে প্রচার করে জনজাতি পরিবারদের সরে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। অথচ বাম আমলে পাট্টা দিয়ে দরিদ্র জনজাতিদের বাঁচার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেটা এখন করা হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকায় রেগার কাজ নেই, রাস্তা নেই, স্বাস্থ্য ব্যবসা ভেঙে পড়েছে। মানুষ হতাশার শিকার। এই বিষয়ে তারা রাজ্য সরকারের গোচরে নেবেন বলেও জানান। আজকের এই প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন এডিসির সিইএম রাধাচরন দেববর্মা, সিপিএম নেতা প্রভাত চৌধুরী, যশবীর ত্রিপুরা, সিআইটিইও সম্পাদক নিরোদ সাহা সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব।

টিএমসির

● প্রথম পাতার পর

কথা বরং তাদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। তাই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন বলে জানান তারা। যতদিন না পর্যন্ত দাবী মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হবে ততদিন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

বিরোধীদের

● প্রথম পাতার পর

কাজ করতে পারেন এবং মোদী সরকারকে ভারতীয় গণতন্ত্র এবং ভারতের সামাজিক কাঠামোর আরও ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখতে পারেন।' সিপিআই-এর পক্ষ থেকে বিনয় বিশ্বম বলেছেন, 'আজকের বিরোধী বৈঠকে, সমস্ত দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য শরদ পওয়ারের নাম প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু তিনি বলেছেন স্বাস্থ্যের কারণে এখন সেই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না তিনি। সমস্ত দল তাঁকে নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করেছে।

উল্লেখ্য, আমন্ত্রণ সত্ত্বেও মমতার ডাকা বৈঠক এড়িয়ে গিয়েছে নবীন পট্টনায়েকের বিজু জনতা দল, বৈঠকে যায়নি কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দল তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস) ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। যে ১৭টি দলের প্রতিনিধিরা মমতার পৌরহিত্যে আয়োজিত বৈঠকে অংশ নিয়েছে সেই দলগুলি হল-তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিআই (এম), সিপিআইএমএল, আরএসপি, শিবসেনা, এনসিপি, আরজেডি, সমাজবাদী পার্টি, ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপি, জেডি (এস), ডিএমকে, আরএলডি, আইইউএমএল ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা।

উল্লেখ্য, গত ৯ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৮ জুলাই হবে এই নির্বাচন। ফল ঘোষণা হবে ২১ জুলাই। তার আগে বুধবার এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন। ২৯ জুনের মধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। নতুন রাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণ হবে ২৫ জুলাই। দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবে ২৪ জুলাই। তার আগেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হওয়া জরুরি। এই নির্বাচনে নাগরিকরা প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নেন না। তাঁদের হয়ে জনপ্রতিনিধিরা এই নির্বাচনে অংশ নেন। সাংসদ এবং বিধায়ক মিলিয়ে মোট ৪ হাজার ৮০৯ জন অংশ নেবেন এই নির্বাচনে। তাঁদের ভোটেই নির্বাচিত হবেন দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

নিজ নিজ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য। তাছাড়া ৫৭ নং যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের উপর ভরসা রেখে তাকে বিপুল ভোট জয়যুক্ত করার আহ্বান রাখেন। যাতে করে শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ আগামীদিনে যুবরাজ নগরবাসীর জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেন।

চালকদের

● প্রথম পাতার পর

জীপ চালকদের মারধর করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।এরই প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে রাধানগর স্ট্যান্ডের সামনে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিএমএস সমর্থিত বাস ও জীপ চালকরা। তাঁরা রাধানগরে রাস্তা অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, অটো চালকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিতে হবে। সাথে, নির্দিষ্ট রুটে নেওয়া পারমিট ছাড়া কোন যানবাহন অন্যত্র যাত্রী পরিবহণ করতে পারবে না। ওই অবরোধের জেরে নিত্যযাত্রীরা নিদারুন সমস্যার সম্মুখীন হন। শুধু তাই নয়, তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে আসে। দীর্ঘক্ষণ অবরোধকারীদের বোঝানোর পর তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহারে সম্মত হন। তবে, দোষী অটো চালকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পুলিশের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই তাঁরা অবরোধ কর্মসূচী আপাতত প্রত্যাহার করে নেন।

ভোট প্রচারে কংগ্রেস প্রার্থী আশিস সাহা

ক্রীড়া

সিরিজ জয় নিশ্চিত করল ইংল্যান্ড

দুরন্ত ব্যাটিং করে দ্বিতীয় টেস্ট ৫ উইকেটে জিতে নিল ইংল্যান্ড। তিন টেস্টের সিরিজে নটিংহ্যামেই ২-০ ব্যবধানে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেল আয়োজকরা। জয়ের জন্য চতুর্থ ইনিংসে ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ২৯৯ রান। জনি বেয়ারস্টো এবং বেন স্টোকসের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সুবাদে সহজেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড। আরও এক বার চাপের মুখে ইংল্যান্ডের ত্রাতা হয়ে উপস্থিত হলেন স্টোকস।

ম্যাচের পঞ্চম তথা শেষ দিনে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ২৮৪ রানে। আগের দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটারের মধ্যে ড্যারেল মিচেল ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন। অপর ব্যাটার ম্যাট হেনরি ১৮ রান করে স্টুয়ার্ট ব্রডের বলে আউট হন। রান পেলেন না জোরে বোলার কাইল জেমিসন (১)। ১১ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ট্রেন্ট বোল্ট করেন ১৭। কিউয়িদের ইনিংস ভাঙলেন মূলত জেমস অ্যান্ডারসন এবং ব্রড। অ্যান্ডারসন মাত্র ২০ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন। ব্রডের সংগ্রহ ৭০ রানে ৩ উইকেট।৩২ রান দিয়ে ২ উইকেট ম্যাথু পটসের।

প্রথম ইনিংসে ১৪ রানে এগিয়ে থাকার সুবাদে কিউয়িরা ইংল্যান্ডের সামনে শেষ ইনিংসে জয়ের জন্য ২৯৯ রানের লক্ষ্য রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু শেষ দিনে এই রান তোলা খুব সহজ ছিল না। বোল্টদের দাপটে মাত্র ৫৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে এক সময় চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড। ওপেনার জ্যাক ক্রলি (০), তিন নম্বরে নামা অলি পোপ (১৮) এবং চার নম্বরে নামা জো রুট (৩) রান পেলেন না। উইকেটের এক দিক অবশ্য আগলে রেখেছিলেন অন্য ওপেনার অ্যালেক্স লিস। তিনি করেন ৮১ বলে ৪৪ রান। তাতে অবশ্য ইংল্যান্ড শিবির চাপমুক্ত হয়নি।

আসল কাজটা করলেন বেয়ারস্টো এবং স্টোকস জুটি। টেস্ট ক্রিকেটেও এক দিনের মেজাজে ব্যাট করে জয় ছিনিয়ে আনলেন বেয়ারস্টো। ৯২ বলে ১৩৬ রানের ইনিংসটি তিনি সাজালেন ১৪টি চার এবং ৭টি ছয় দিয়ে। ২২ গজে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করলেন স্টোকস। তিনি ৭০ বলে ৭৫ রানের দুরন্ত অপরাজিত ইনিংস খেললেন। ইংল্যান্ড অধিনায়ক নিজের ইনিংসটি সাজালেন ১০টি চার এবং ৪টি ছয়ের সাহায্যে। পঞ্চম উইকেটে তাঁদের জুটিতে দ্রুত উঠল গুরুত্বপূর্ণ ১৭৯ রান। তাঁদের জুটিই ম্যাচের ফল ঠিক করে দিল। বেয়ারস্টো যখন বোল্টের বলে আউট হলেন সে সময় ইংল্যান্ডের স্কোর বোর্ডে উঠে গিয়েছে ২৭২ রান। অর্থাৎ, জয় নাগালের মধ্যেই। তার পরেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়লেন স্টোকস। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেন ফকস (অপরাজিত ১২)।

নিউজিল্যান্ডের সফলতম বোলার বোল্ট (৯৪ রানে ৩ উইকেট) ইংরেজ শিবিরে পাল্টা লড়াই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বটে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। নটিংহ্যামে দুরন্ত জয়ের ফলে দীর্ঘ দিন পর কোনও টেস্ট সিরিজ জয় নিশ্চিত হল ইংল্যান্ডের। নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েও দলকে সাফল্যের রাস্তায় নিয়ে এলেন স্টোকস। দুরন্ত শতরানের জন্য ম্যাচের সেরা হলেন বেয়ারস্টো।

অমরপুরে ক্রিকেট : বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে মালবাসাকে হারিয়ে মূলপর্বে আরসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। আরসিসি জয়ী হয়েছে। এলিমিনেটেড মালবাসা প্লে সেন্টার। খেতাবি লড়াইয়ের দৌড় থেকে ছিটকে যেতে হল মালবাসাকে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ৫ উইকেটের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে আরসিসি এখন নির্ণায়ক ম্যাচে। এক দিন বাদে অর্থাৎ ১৭ জুন, শুক্রবার কোয়ালিফায়ার-টু ম্যাচ খেলবে আরসিসি, প্রতিপক্ষ দেবপতি ক্রিকেট একাডেমীর বিরুদ্ধে। অমরপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছে। ৬ দলীয় গ্রুপ লীগের আসর শেষ হলে, আইপিএল-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের মতো আজ, বুধবার ছিল এলিমিনেটর ম্যাচ। এতে আরসিসি ও মালবাসা প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। এতে আরসিসি দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ৫ উইকেটের ব্যবধানে। মালবাসা প্লে সেন্টারকে বিদায় নিতে হলো। আরসিসি কোয়ালিফায়িং ম্যাচের জন্য ছাড় পত্র পেল। আরসিসি - মালবাসার খেলা ছিল রাঙামাটি গ্রাউন্ডে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ ৩২ ওভারে সীমিত রাখা হয়েছিল। টস জিতে আরসিসি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। মালবাসা প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৩২ ওভার খেলা সম্ভব হয়নি। ২৭.৩ ওভার খেলে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ১০১ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে বৃষ্টি থামলে পুনরায় খেলা শুরু সম্ভব হলেও সময়ের হিসেবে আরসিসি-র সামনে টার্গেট জুড়ে দেওয়া হয় ২৭ ওভারে ১০০ রানের। এমতাবস্থায় আরসিসি ২৩.৫ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মালবাসার শতরানের পেছনে শুভ রঞ্জনের ২১ রান এবং মহিম কুমারের ১৯ রান উল্লেখযোগ্য। আরসিসি-র বোলার আবির কর্মকার ও সৌরভ হালদার দুটি করে উইকেট পেয়েছে। আরসিসি-র পক্ষে দেবব্রত সাহার ৩৯ রানের পাশাপাশি আবির কর্মকারের ১৭ রান যেমন দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে দেয় তেমনি রীতম দাস (১২) ও সৌরভ হালদারের (৯) অপরাজিত জুটি দলকে জয় এনে দেয়। বলে-ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের নিরিখে আবির কর্মকারকে ম্যান অব দ্য ম্যাচের খেতাব দেওয়া হয়।

ইতালির জালে পাঁচ গোল জার্মানির

বরুসিয়া পার্কে তখন ৭০ মিনিটের খেলা চলছিল। ইতালির ডাগ আউটে কোচ রবার্তো মানচিনির মুখটা ধরা হলো ক্যামেরায়।

বিষন্ন মুখে চুপচাপ বসে ছিলেন মানচিনি, যেন আর কিছুই করার নেই!

টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে নেই ইতালি। কদিন আগেই ''লা ফিনালিসিমা''য় আর্জেন্টিনার কাছে তিন গোল হজম করতে হয়। এরপর উয়েফা নেশনস লিগে চার ম্যাচ খেলে ইতালির জয় মাত্র একটি। দুটিতে ড্র করলেও আজ রাতের হারটি যেন মানচিনির বিধ্বস্ত মুখেরই প্রতিচ্ছবি। পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানির কাছে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে ইতালি।

কাতার বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব থেকে ছিটকে পড়ার পর ভাবা হয়েছিল, মানচিনির ইতালি হয়তো এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। ইতালি দলকে ঢেলে সাজানোর কথাও বলেছিলেন মানচিনি। কিন্তু নেশনস লিগে চার ম্যাচ ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে হারের ম্যাচে ইতালির খেলা দেখে মনে হতে পারে, বিশ্বকাপে না থাকায় তাঁদের সম্ভবত তেমন একটা দুঃখ নেই!

জশুয়া কিমিখ ও ইকাই গুন্দোগানের গোলে প্রথমার্ধে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল জার্মানি। বিরতির পর টমাস মুলার গোল করেন জার্মানির হয়ে। টিমো ভের্নার করেছেন জোড়া গোল। ইতালির হয়ে গোল দুটি বাস্তোনি ও গনোস্তোর।

নেশনস লিগে চার ম্যাচে এটাই প্রথম জয় জার্মানির। ৬ পয়েন্ট নিয়ে ''এ৩'' গ্রুপের দুইয়ে হাঙ্গি ফ্লিকের দল। ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে হাঙ্গেরি ও ৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইতালি। ইংল্যান্ড ২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তলানিতে।

শান্তিরবাজারে ৪ দলীয় স্কুল ক্রিকেট শুরু বৃহস্পতিবার থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। উদ্বোধনী ম্যাচে বাইখোরা স্কুল কেলবে ব্রিস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। আজ বাইখোরা স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে মাত্র ৪টি স্কুল:বাইখোরা স্কুল, ব্রিস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জোলাইবাড়ি স্কুল এবং উত্তর তাউখামা স্কুল। ডাবল লিগ পদ্ধিতিতে হবে আসর। গ্রুপ লিগের শীর্ষে থাকা দুই দল ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করবে। আসরের ফাইনাল ম্যাচ হবে ৩০ জুন। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার যুগ্ম সচিব অমরেশ মজুমদার ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করেন। আসরের সবকটি ম্যাচ হবে বাইখোরা স্কুল মাঠে। ক্রীড়াসূচী ঘোষিত হলেও আজ থেকে আসর শুরু করতে পারবে কীনা মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্দেহ। বুধবার প্রায় সারাদিনই বৃষ্টি হয়। ফলে মাঠ কিছুটা নরম হয়ে আছে। এদিন রাতেও বৃষ্টি হলে আজ আসর শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে উদ্যোক্তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে আজ থেকে আসর শুরু করার।

ক্রীড়া সূচী : ১৬ জুন: বাইখোরা স্কুল ব্রিস্তক সামাজিক সংস্থা,১৭ জুন: জোলাইবাড়ি স্কুল উত্তর তাউখামা,১৮ জুন: বাইখোরা স্কুল জোলাইবাড়ি স্কুল,১৯ জুন:ব্রিস্তক সামাজিক সংস্থা উত্তর তাউখামা, ২০ জুন: বাইখোরা স্কুল উত্তর তাউখোমা,২১ জুন: ব্রিস্তক সামাজিক সংস্থা জোলাইবাড়ি স্কুল, ২৩ জুন: জোলাইবাড়ি স্কুল উত্তর তাউখামা,২৪ জুন: বাইখোরা স্কুল ব্রিস্তক সামাজিক সংস্থা,২৫ জুন:ব্রিস্তক সামাজিক সংস্থা উত্তর তাউখামা,২৬ জুন: বাইখোরা স্কুল জোলাইবাড়ি স্কুল,২৭ জুন: বাইখোরা স্কুল উত্তর তাউখামা, ২৮ জুন:ব্রিস্তক সামাজিক সংস্থা জোলাইবাড়ি স্কুল,৩০ জুন: ফাইনাল।

আসামে মহিলাদের জুনিয়র ফুটবল বৃষ্টিতে হোটেলবন্দী ত্রিপুরার বাসন্তি-রা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। হোটেলবন্দী ত্রিপুরা দল। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য। অসমের সোনাপুরে। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ-১৭ জাতীয় জুনিয়র বালিকাদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। তাতে অংশ নিতে বুধবার সকালে সোনাপুরে পৌঁছায় বাসন্তি রিয়াং এর নেতৃত্বে ত্রিপুরা দল। এদিন বিকেল অনুশীলন করার কথা ছিলো ত্রিপুরা দলের। বেলবাড়ি মাঠে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই কালো চাদরে ঢেকে নেয় গোটা আকাশ। মুবুর্তেই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। রাজ্য দলের ফুটবলাররা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেও বৃষ্টি না কমায় শেষ পর্যন্ত এদিন হোটেলেই বন্দি থাকতে হয় রাজ্যদলকে। সন্ধ্যায় রাজ্য দেলর কোচ শুভেনজিৎ সিনহা টেলিফোনে বলেন,'বৃষ্টির জন্য অনুশীলন হয়নি। তবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসায় মেয়েরা ক্লান্ত। বিশ্রামের সুযোগ পেলো মেয়েরা'। আজ অনুশীলন করবে রাজ্যদল বেলবাড়ি মাঠে। এদিকে আসরে ত্রিপুরাকে রাখা হয়েছে 'এফ' গ্রুপে। ওই গ্রুপে ত্রিপুরা ছাড়া রয়েছে চন্ডিগড়, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র এবং দাদরা এবং নগর হাবেলী। ১৮ জুন ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র, ২০ জুন চন্ডিগড়, ২২ জুন দাদরা এবং নগর হাবেলী, এবং ২৪ জুন গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে ওড়িশার বিরুদ্ধে। গ্রুপ থেকে একটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। ত্রিপুরা দল: টেরেসা ডার্লং, সুয়ারি দেববর্মা, শিবি দেববর্মা, জিবীকা দেববর্মা,বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা, বাসন্তি রিয়াং (অধিনায়িকা), কবিতা দেববর্মা (সহ অধিনায়িকা), রেজিনা ডার্লং, লালনুনগাইয়ালি ডার্লং, শায়ারি ত্রিপুরা, শর্মিলা মুন্ডা, মানিনা জমাতিয়া, ইলি হালাম, আলিশা দেববর্মা, মৌসুমী মুন্ডা, স্নেহা দেবনাথ, কল্পনা নায়েক, ত্রিশা দাস, লক্ষ্মী দেবনাথ, অনিতা কুমারী জমাতিয়া, রেশ্মি কলই, শুয়ারি দেববর্মা। কোচ: শুভেনজিৎ সিনহা, সুশান্ত দেববর্মা। ম্যানেজার: দ্রুপতি দেববর্মা।

রঞ্জি সেমিফাইনাল : মধ্যপ্রদেশের জবাবে মনোজ-শাহবাজ জুটি অনবদ্য

আলুর (কর্ণাটক), ১৫ জুন।। মধ্যপ্রদেশের জবাব দিচ্ছে বাংলা। রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল ম্যাচ। দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলা ৬৬ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রানে থেমেছে. তখনও বাংলা ১৪৪ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে যদিও আরও পাঁচটি উইকেট বর্তমান। এর আগে অবশ্য মধ্যপ্রদেশ তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা ৩৪১ রানে শেষ করেছে। কর্ণাটকের আলুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রঞ্জি ট্রফির প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছে। ৫ দিনের ম্যাচ। টস জিতে মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় দিনভর খেলে মধ্যপ্রদেশ ৮৬ ওভারে ২৭১ রান সংগ্রহ করেছিল। ওপেনার হিমাংশু মন্ত্রীর অপরাজিত ১৩৪ রান বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল। হিমাংশু আজ আরো ৩১ রান যোগ করে ১৬৫ রানে আউট হন। পুনীত পান্ডে আউট হয়েছে ব্যক্তিগত ৩৩ রানে। বাংলার মুকেশ কুমার ৬৬ রানে চারটি এবং শাহাবাজ ৮৬ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে এছাড়া আকাশদীপ পেয়েছে দুটি উইকেট ৭৩ রানের বিনিময়ে। জবাবে বাংলা ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ পর্যায়ে ৬৬ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৭ রান সংগ্রহ করেছে। তখনও বাংলা ,১৪৪ রানে পিছিয়ে রয়েছে। দলের পক্ষে মনোজ তেওয়ারি অপরাজিত ৮৪ রান এবং শাহবাজের অপরাজিত ৭২ রান উল্লেখযোগ্য। দলীয় ৫৪ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে বাংলা যখন অনেকটাই বিপদের মুখে তখন মনোজ তেওয়ারি ও শাহবাজ জুটি দলকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। এ পর্যন্ত মনোজ ও শাহবাজ জুটি ১৪৩ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত রয়েছে।

লংতরাই ভ্যালিতে ক্রিকেট : বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও শীর্ষে বুলেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। সুপার আটের আরও একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষিত হল। খেলা ছিল বুলেট ক্লাব বনাম ঐকতান ক্লাবের মধ্যে। মুষলধারে বৃষ্টি এবং বৃষ্টির পর আউটফিল্ডে জল জমে থাকার কারণে সুপার আটের বি-গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত ঘোষিত হল। দুই দল ২-২ করে পয়েন্টের ভাগ পেয়েছে। আয়োজক লংতরাই ভ্যালি ক্রিকেট এসোসিয়েশন। সিনিয়র লীগ ক্রিকেটের সুপার আটের খেলা। ছৈল্যাংটায় ঘাগড়াছড়া হাই স্কুল মাঠে ওভার কমিয়ে ৩৬-এ সীমিত রেখে ম্যাচ শুরু করা হয়েছিল। টস জিতে ঐকতান ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। একদিকে আবহাওয়ার পরিস্থিতি, অপরদিকে দ্রুত রান সংগ্রহের ইচ্ছে তড়িঘড়ি খেলতে গিয়ে ঐকতান ক্লাব দ্রুত উইকেট হারিয়ে স্কোর কার্ডের অবস্থা সঙ্গীন করে তোলে। ১৭.২ ওভার খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করার মুহূর্তেই মুষলধারে বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। দলের পক্ষে অনুজ কান্তি সর্বাধিক ৩৫ রান পায় ৩৫ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। এজাজ আহমেদ ১৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১৭ রান এবং সুমণ দেব ১৪ বলে ১৪ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোরে কিছুটা যোগান দেওয়ার চেষ্টা করলেও কার্যত বৃষ্টির কারণে ম্যাচ থেমে যায়। বুলেট ক্লাবের বোলার বিশ্বজিৎ দাস ৩২ রানে চারটি উইকেট পায়। এছাড়া, রোহিত গুপ্ত ও বিশপ দাস পেয়েছে দুটি করে উইকেট। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামলেও মাঠে জল জমে যাওয়া অর্থাৎ ওয়েটফিল্ডের কারণে ম্যাচ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই ঐকতান ক্লাব ও বুলেট ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়। ম্যাচ রেফারি দুই দলকে ২-২ করে পয়েন্ট ভাগ করে দিয়েছে। প্রথম দুটি ম্যাচে জয়ী হওয়ায় বুলেট ক্লাব গ্রুপ শীর্ষ স্থানটি নিশ্চিত করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে, ঐকতান ক্লাব প্রথম দুটি ম্যাচে হেরে পয়েন্ট খোয়ালে, সুপার আটে আজ পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে ২ পয়েন্ট তাদের প্রথম প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে।

জুডোকারদের পুষ্টিকর খাবার দিলেন দু''টি সংস্থার প্রতিনিধিরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। টাটা ট্রাস্ট এবং ওটিপিসির একটি প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করলেন উদয়পুরের বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারে। বুধবার। জুডোকাদের অনুশীলন দেখে খুশি হলেন প্রতিনিধিরা একই সঙ্গে ১০ জন মহিলা জুডোকাকে পুষ্টিকর খাবার ও তুলে দিলেন তাঁরা। টাটা ট্রাস্ট এবং ও টি পি সি আগামী দিনে এই সেন্টারকে স্পনসর শিপ দেবেন বলে ও আশা ব্যক্ত করলেন। যে সব মহিলা জুডোকারদের হাতে পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়া হলো তারা হল পুজা পাল,নাজমা আখতার, নিগাহীন মারাক, সুহেতা দাস, আকাংশা ঘোষ, উমা বেগম, মিত্র সরকার,ইন্দ্রানী দাস,তানিয়া দাস শ্রাবনী তালুকদার। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ও টিপিসির সি এস আর আধিকারিক জীবন দেব বর্মা, টাটা ট্রাস্টের পক্ষে বিশ্ব দেব বর্মা, ভিনসেন্ট দেব বর্মা, অধীর কুমার নাথ প্রমুখ। সঙ্গে ছিলেন ওই জেলার ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল।

টিসিএ-র সভাপতির দায়িত্বে তপন লোধ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। টিসিএর নতুন সভাপতি হলেন তপন লোধ। বুধবার আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ঘোষণা দিলো রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। এদিন এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউসে টিসিএ-র এক স্পেশাল জেনারেল বডির মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত হলো। সভায় সর্বসম্মতি ক্রমেই তপন লোধকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করলো টিসিএ। এই পদে আসীন ছিলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবার ফলে টিসিএ-র সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন।

ভোটকর্মীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

৪৬-সুরমা (তপঃজাতি) বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটকর্মীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট ১৮ই জুন এবং ১৯শে জুন, ২০২২ ইং তারিখে কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে (বয়েজ স্কুল) সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। ৪৬-সুরমা (তপঃজাতি) বিধানসভা কেন্দ্রের যে সব ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোটের জন্য Form-১২ এ আবেদন করেছেন, সে সকল ভোটারদের উপরের নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হয়ে ভোট দান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
রিটার্নিং অফিসার
৪৬ সুরমা (তপঃজাতি) বিধানসভা কেন্দ্র
(মহকুমা শাসক, কমলপুর)
ধলাই, ত্রিপুরা

উপনির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ৪৬-সুরমা(তপ:জাতি) বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে আশি বৎসর বা তার বেশী এবং দিব্যাঙ্গজন ভোটার যারা ১২D ফর্মে বাড়ীতে বসে ভোট দানের জন্য রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদন করেছেন, তাদের ভোট গ্রহনের জন্য আগামী ১৭ই জুন, এবং ১৮ই জুন, ২০২২ ইং তারিখে সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫ টার মধ্যে ভোটকর্মীরা আবেদনকারী ভোটারদের বাড়ীতে উপস্থিত হবেন। আবেদনকারী ভোটারদের নিজ নিজ ঠিকানায় উপস্থিত থেকে ভোটদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
রিটার্নিং অফিসার
৪৬ সুরমা (তপঃজাতি) বিধানসভা কেন্দ্র
(মহকুমা শাসক, কমলপুর)
ICA/D/405/22 ধলাই, ত্রিপুরা

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref :- West Agartala PS. UD Case No. 2022 WAG 034, Dated-13/06/2022 U/S-174 Cr. P.C.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। বয়স - আনুমানিক ৫৫ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, মুখমণ্ডল- লম্বাকৃতি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, চুল-কালো, স্বাস্থ্য-রোগা, গত ১৩/০৬/২০২২ ইং তারিখ বিকাল ২টা ৩০ মিনিট সময়ে বটতলা ফাঁড়ি থানায় পুলিশ কর্মীগণ আগরতলায় অগ্নিনির্বাপক অফিসের (ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী) সম্মুখে অবস্থিত যাত্রীসেডে পড়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করেন, এবং আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন ময়না তদন্ত করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেন নি।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃত দেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। আগরতলা পশ্চিম থানা- ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫.

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-410/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT- 12/EE/RD/KGT/DIV/2022-23 Dt.13/06/2022

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti , Tripura invites percentage rate e-tender on Double bid system from the eligible bidders up to 2.00 A.M. of 08/07/2022 for 02 (Two) nos . work (2nd Call) . For details visit website **https://triouratenders.gov.in/ eprocure.gov.in** and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail-**een1kgt@gmail.com.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
RD Kumarghat Division

ICA-C-910-22

NOTICE INVITING E-Tender

The under signed for and on behalf of the Government of Tripura invites e-Tender from the reputed experienced Indian Nationals / Registered Firms / Co-Operative Societies / Public Sector Undertakings/Transport Syndicates/Transport Contractors having adequate resources for carrying / transportation of Paddy from different Paddy Procurement Centres (PPCs) to Rice Mills located at Dharmanagar & Custom Milled Rice (CMR) from respective Rice Mill, Dharmanagar to different State Food Godowns during the period from June,2022 to October,2022 at the sole discretion of the Food CS&CA Department.

2. Interested Bidders may see & download the NIT Document from the website **https://tripuratenders.gov.in/ nicgep/app'.** However, e-Bidding to be made only through **'https://tripuratenders.gov.in/nicgep/app'.**

Last date & time of submission of Bid is 23.06.2022 up to 3.00 PM.

Sd/- (Tapan K. Das)
Addl. Secretary & Director
Food. Civil Supplies & CA

ICA/C/901/22

ORDER

WHEREAS, it is apprehended that the miscreants taking advantage of vast stretch of Indo-Bangladesh Border in different parts of West Tripura District may cause Law and Order problem in border areas;

AND

WHEREAS, it is considered necessary to impose restriction on movement of people in IBB areas along Indo-Bangladesh International Border in West Tripura District;

AND

WHEREAS, I Sri Debapriya Bardhan, IAS, District Magistrate & Collector, West Tripura District, Agartala am satisfied that there are sufficient grounds for imposing restriction on movement during odd hours along border areas to prevent danger to human life and disturbance of the public tranquility between 8-00 P.M. and 5-00 A.M;

NOW, THIREFORE, in exercise of powers conferred upon me U/S. 144 of Cr.P.C.,1973, I Sri Debapriya Bardhan, IAS, District Magistrate & Collector, West Tripura District, Agartala hereby prohibit movement of people along 500 (five hundred) meters of Indo-Bangladesh International Border of Sadar & Mohanpur Sub-Division under West Tripura District between 8-00 P.M. of preceding day and 5-00 A.M. of succeeding day.

HOWEVER, this prohibitory order shall not be applicable to the :

1. Movement of Military/paramilitary force and State Police personnel engaged in maintenance of Law and Order.
2. Movement of the members of public authorized by the S.P. (West) and SDMs of Sadar, Mohanpur Sub-Divisions.
3. Movement of Government servants when it is essential for discharge of emergent official duties and
4. Movement of patients requiring immediate medical treatment.

In view of the emergent nature of situation, this order is passed ex-parte.

Any person violating this order shall be liable to be prosecuted U/S 188 1. P.C.

The above restriction shall come into force with effect from 12th June, 2022 and shall remain in font up to 11th August, 2022.

Given under my seal and signature, this day 11th Day of June, 202

Sd/-(Debapriya Bardhan,IAS)
District Magistrate & Collector
West Tripura District.

ICA/D/407/22

PNIe-T No:- 08/PNIeT/EE/DWS/BLN/2022-23

e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Time for Completion	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid	Tender Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Providing & laying of raw water rising main (DI-K9) from the DTW(s) to the water treatment plant in/c other allied works under RIDF (2nd Call). D'NIe-T No. : 110/CE/PWS(DWS)/2021-22	₹ 1,81,17,865/-	₹ 1,81,179/-	120 (One Hundred & Twenty) days	Upto 3.00 P.M on 08.07.2022	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M on 08.07.2022	₹ 5,000.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in

For and on behalf of Governor of Tripura.

Sd/-(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Belonia,
South Tripura District, Tripura

ICA/C/908/22

"Conserve Water and Save Life"

জাগরণ 16 June, 2022, Thursday আগরতলা ১৬ জুন, ২০২২ ইং, ■ ১ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

স্টাইপেন্ড পাচ্ছেন না দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষা দফতরে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। দীর্ঘ সময় ধরে স্টাইপেন্ড পাচ্ছেন না। বুধবার শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশন দিল অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটি। এ-বছরও স্টাইপেন্ড থেকে বঞ্চিত হয়েছেন দৃষ্টি হীন ছাত্রছাত্রীরা। তাই এদিন ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ন্যাশনাল স্কলার শিপ পোর্টালের মাধ্যমে প্রত্যেক বছর স্টাইপেন্ড পেয়ে থাকেন দৃষ্টিহীন ছাত্র ছাত্রীরা। কিন্তু ২০২২ সালে দৃষ্টিহীনদের স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়নি। যে কারনে দুর্ভোগে পড়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির কাছে বিষয়টি অবগত করেন ছাত্র ছাত্রীরা। এর পরেই সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করার উদ্যোগ নেয় কমিটি।

বুধবার ডেপুটেশন প্রদানের জন্য শিক্ষা ভবনে গিয়েছিলেন তারা। কিন্তু অধিকর্তা ব্যস্ত থাকার দরুন অতিরিক্ত অধিকর্তা কেশব করের সঙ্গে দেখা করে দাবি তুলে সনদ তুলে দিয়েছেন তারা। বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সমস্ত দৃষ্টিহীন ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশুনা করছেন তাদের প্রি ম্যাট্রিক ও পোস্ট ম্যাট্রিক স্টাইপেন্ড প্রদানে সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। তাই এনআইসি-র সঙ্গে কথা বলে কিভাবে দ্রুত স্টাইপেন্ড প্রদান করা যায় তা খতিয়ে দেখবেন বলে ডেপুটেশন প্রদানকারীদের আশ্বাস দিয়েছেন অতিরিক্ত অধিকর্তা কেশব কর।

পরবর্তী সময় এই সমস্যা আর হবেনা বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

প্রায় ৪০ জন ছাত্র ছাত্রী স্টাইপেন্ড পায়নি বলে জানিয়েছেন তারা। সাত দিন পর এই বিষয়ে ফের কথা বলতে আসবেন বলে জানান দৃষ্টিহীন ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিনিধি দল।

আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট প্রচারে সামিল সুস্মিতা দেব ও সায়নি ঘোষ।

উত্তর জেলা থেকে হজে যাচ্ছেন ৩৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে এবারে ৩৫ জন হজযাত্রী পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।উত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে এবারে পঁয়ত্রিশ জন হজযাত্রী বুধবার পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।এরমধ্যে ঊনত্রিশ জন পুরুষ এবং ছয় জন মহিলা হজযাত্রী রয়েছেন। তাদেরকে বিদায় জানাতে ধর্মনগর ও চুরাইবাড়ি রেল স্টেশনে প্রচুর লোক জড়ো হন। এদিকে কদমতলা এলাকার হজযাত্রীদের সকাল সাড়ে আটটায় কদমতলা বাজার জামে মসজিদে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হয়।সাথে হজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তা সঠিকভাবে পালন করার জন্য হজযাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান বিশিষ্ট জনেরা। এদিকে ধর্মনগর রেল স্টেশনে হজযাত্রীদেরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংগঠণ, সমাজসেবী এবং বিশিষ্ঠ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা হজযাত্রীদেরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধনা শেষে ধর্মনগর ও চুরাইবাড়ি রেল স্টেশন থেকে শিলচর আগরতলাগামী যাত্রীবাহী ট্রেনে চাপেন উত্তর জেলার হজযাত্রীরা। যাবেন আগরতলা। বৃহস্পতিবার আগরতলা থেকে বিমানে কলকাতা যাবেন।তারপর সেখান থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন হজযাত্রীরা।অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহাব উদ্দিন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সদস্য আলী হোসেন, সমাজ সেবী জাহাঙ্গীর হোসেন, কংগ্রেসে নেতা চয়ন ভট্টাচার্য প্রমুখ।উল্লেখ্য এবছর ত্রিপুরা রাজ্য থেকে একশো জন হজযাত্রী হজব্রত পালনে যাচ্ছেন।

সরকারি অফিসের দুর্নীতি রুখতে লোকায়ুক্তের ভূমিকা নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৫ জুন।। সরকারি অফিসে দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে লোকায়ুক্তের ভূমিকা নিয়ে এক দিবসীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো কল্যাণপুরে। বুধবার বেলা তিনটায় ত্রিপুরা লোকায়ুক্তের উদ্যোগে হয় এই সচেতনতা মুলক সেমিনার। কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সচেতনতা মূলক সেমিনারের সূচনা করেন ত্রিপুরার লোকায়ুক্ত কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা লোকায়ুক্তের দুইজন রেজিস্টার বি কে রায় এবং বাদল রায়। এছাড়া ভাষণ রাখেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সোমেন গোপ। ছিলেন কল্যাণপুর ব্লকের বিডিও তরুণ কান্তি সরকার, ডিসিএম অঞ্জন দাস। কল্যাণপুর ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন অঙ্গনারী ওয়ার্কার এবং সহায়িকা সহ পুলিশ দমকল বনদপ্তরে কর্মীরা।আরো বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা অংশ নেন সেমিনারে। প্রধান বক্তার ভাষণে কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য বলেন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে লোকায়ুক্তের ভূমিকা রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে চাই আপনাদের সহযোগিতা। আমাদের চিন্তা করতে হবে সরকারটা যেন দুর্নীতিমুক্ত থাকে। সরকারের অনেক কাজ। শুধুমাত্র দুর্নীতি মুক্ত করাই সরকারের কাজ নয়। ২০০৮ সালে ত্রিপুরায় লোকায়ুক্ত আইন পাশ হয়। ২০১১ সালে তা চালু হয়েছে রাজ্যে। লোকায়ুক্ত কি, কি তার কাজ, তার থেকে মানুষের কি উপকার হবে জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবগত করতে গোটা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছি। আপনারা যেটা বুঝবেন এটা অন্যদেরকে বুঝাবেন। সাহস করে এগিয়ে আসতে হবে এই কাজে। সাহস করে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে হবে।

কৈলাসহরে আগুনে পুড়ল একটি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৫ জুন।। কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব ইয়াজেখাওরা তিন নম্বর ওয়ার্ডের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ সাঈদ আলী ওরফে বসাই আলীর দোতলা বিশিষ্ট ঘরের একটি রুম বজ্রপাতের ফলে শর্ট সার্কিটের কারণে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। খবরে প্রকাশ আজ বিকাল অনুমান ৩টার সময় আসে প্রচন্ড ঝড়ো হওয়া এবং বজ্রসহ বৃষ্টি। বৃষ্টি শেষ হলে দোতলায় উঠেন এবং দেখেন সমস্ত রুম আগুনে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দোতলা ঘরের ভিতরে যা ছিল সব পুড়ে গিয়েছে।

কল্যাণপুর লোকনাথ মন্দিরের নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৫ জুন।। কল্যাণপুর বাবা লোকনাথ সেবা মন্দিরে এক সভার মধ্য দিয়ে পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।সভাপতি হন মিলন চক্রবর্তী। বিগত দিন মন্দিরের উন্নয়নের জন্য কি কি করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয় সদস্যদের মধ্যে এবং নতুন কমিটি আগামী দিন মন্দিরের জন্য কি কি করবে তা নিয়েও আলোচনা হয়। একপ্রকার উৎসবের মেজাজে লোকনাথ মন্দিরে সভা হয় সামাজিক কাজ কি কি করা হবে তা আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। গঠন করা হয় ১১ জনের এক্সিকিউটিভ কমিটি। তাতে সভাপতি হন মিলন চক্রবর্তী, সহ সভাপতি হন ইন্দ্রজিৎ মোদক, সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন সুজিত সাহা এবং সহ সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন বিশ্বজিৎ মালাকার। এছাড়া কোষাধক্ষ্য হিসেবে নিযুক্ত হন অরুণ শীল। সব মিলিয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুর লোকনাথ সেবা মন্দিরে সভা সম্পন্ন হয়।

সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত প্রকৃত জুমিয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। বছরের প্রথম দিকে বৃষ্টি হওয়ায় জুমিয়াদের কপালে হাত। সময় চলে গিয়েছে, পারলনা জুমের ধান ঘরে তুলতে। নির্ভর ঈশ্বরের উপর, এমনি জানান এক উপজাতি জুমিয়া। তিনি বলেন যে বছরের প্রথম দিকে বৃষ্টি হওয়াতে তারা এবার জুম করতে পারেনি। পাননি সকরার থেকে কোন সাহায্য। কৃষি দপ্তর এবং টিটিএএডিসির জোনাল থেকে কোন সাহায্য পাননি। কিন্তু দেখা যায় যে সকরার থেকে জুমিয়াদের জন্য যে সাহায্য আসে তা যারা যাযাবরের মত জুম চাষের জন্য বছরের পর বছর ঘুরে বেড়ায় এই সকল জুমিয়াদের বাদ দিয়ে নেতাদের আত্মীয় স্বজনদের সরকারি সাহায্য পাইয়ে দেন। ডান বাম যে সরকার থাকোন না কেন প্রকৃত জুমিয়া যারা তাদের পায়। এবার তাও পাননি। যাও সরকারি সাহায্য আসছে তা সঠিক জুমিয়াদের বাদ দিয়ে নেতাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিলি করে দিচ্ছেন। নেই তাদের সঠিক ঠিকানা। নেই আধার কার্ড ব্যাঙ্ক একাউন্ট।

৬ আগরতলার কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনের ভোট প্রচার।

বুধবার ৬ আগরতলার বিজেপি প্রার্থী ডা. অশোক সিনহার সঙ্গে ভোট প্রচারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

রাজ্যব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। বুধবার ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি রাধাবল্লব দেবনাথ, রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে সহ অন্যান্যরা। সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে জানিয়েছেন , আগামী ২৩ শে জুন রাজ্যে উপনির্বাচন। এই উপনির্বাচনে চারটি কেন্দ্রের ভোটারগণ যেন বাম সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট প্রদান করে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেন সেই আহ্বান করা হয়। এছাড়া বেশ কয়েকটি সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে জানিয়েছেন, সাংগঠনিক বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে স্থানীয় দাবিগুল নিয়ে আন্দোলন সংঘটিত করবে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন। এই জুন মাসেই খেতমজুর ইউনিয়ন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে সরব হবে বলে জানিয়েছেন এদিন। এছাড়াও আগামী ১লা আগস্ট ২৮ দফা দাবির ভিত্তিতে দেশজুড়ে আন্দোলন করবে খেতমজুর ইউনিয়ন। রাজের আটটি জেলাতেই এ কর্মসূচি পালন হবে বলে জানা গেছে এই দিন। ২০২১ - ২০২২ সাংগঠনিক বছরে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬৮৩ সভ্য পদ করা হয়েছে। যা আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। আগামী সাংগঠনিক বছর অর্থাৎ ২০২২-২০২৩ এ এই সভ্য পদ ১৫-২০ শতাংশ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আরো জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের আটটি জেলায় মোট ৯৬৭ টি প্রাথমিক কমিটি রয়েছে। এ প্রাথমিক কমিটিগুলির এলাকায় যারা ক্ষেতমজুর অংশের মানুষ রয়েছেন তাদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন। এই সাংগঠনিক বিষয়গুলি আগামী দিনে বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে।

কল্যাণপুরে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত গাড়িচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৫ জুন।। আজ সকালে দ্বারিকাপুর এলাকায় একটি গরুকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি সবজি বোঝাই গাড়ি। তাতে গুরুতর আহত হয় গাড়ির চালক কিরণ দেববর্মা (৩৫)। জানা গেছে মোহরছড়া বাজারে আজ হাট-বাজার ছিল।

হাট-বাজারে কিরণ দেববর্মা সহ আরো বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী সবজি ক্রয় করে গাড়িতে বোঝাই করে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। দ্বারিকাপুর সড়কে পৌঁছলে হঠাৎ করে একটি গরুর গাড়ির সামনে চলে আসে। তখন গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাল্টি খায়। এতে গুরুতর জখম হয় গাড়ির চালক। খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত কিরণ দেববর্মাকে নিয়ে আসে কল্যাণপুর হাসপাতালে। বর্তমানে কল্যাণপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

উদ্বোধনের অপেক্ষায় বাংলাদেশের পদ্মা সেতু, জ্বললো সবগুলো ল্যাম্পপোস্ট

মনির হোসেন,ঢাকা,১৫ জুন।। উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশের পদ্মা সেতুজুড়ে এখন আলোর রোশনাই। উভয়প্রান্তের সবগুলো ল্যাম্পপোস্টে বাতি জ্বলেছে প্রথমবারের মতো। মঙ্গলবার (১৪ জুন) সন্ধ্যা ৬টা ৫৪ মিনিটে মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তের ৪১৫টি ল্যাম্পপোস্টে একসঙ্গে বাতি জ্বালানো হয়। সেতু খুলে দেওয়ার ১১ দিন আগে আলো যেন খুশির ঝিলিক এনে দিয়েছে স্থানীয়দের মুখে। এদিন সেতুর ঝলমলে আলো দেখতে দুই প্রান্তেই লোকজন জড়ো হন। তবে ছিল নিরাপত্তার কড়াকড়ি। সে কারণে কাছে না যেতে পারলেও দূর থেকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। পদ্মা সেতুর বিদ্যুতের দায়িত্বে থাকা সেতু বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী সাদ্দাম হোসেনের বরাতে জানা যায়, ৪ জুন বিকেলে পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়। ওই দিন সেতুর ১৪ থেকে ১৯ নম্বর পিলারের মাঝামাঝিতে ২৪টি ল্যাম্পপোস্টে বাতি জ্বালানো হয়েছিল। এরপর ১১ জুন পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে সেতুর সব কটি বাতি জ্বালানো হয়। তখন সেতুতে জেনারেটরের মাধ্যমে বাতি জ্বালানো হয়েছিল। গত সোমবার মাওয়া প্রান্তে বৈদ্যুতিক সংযোগের মাধ্যমে ২০৭টি বাতি জ্বালানো হয়। সেতু বিভাগ জানায়, ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে সেতুর ভায়াডাক্টে প্রথম ল্যাম্পপোস্ট বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। ৬.১৫ কিলোমিটার সেতুতে মোট ৪১৫টি ল্যাম্পপোস্ট স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে মূল সেতুতে ৩২৮টি, জাজিরা প্রান্তের ভায়াডাক্টে ৪৬টি, মাওয়া প্রান্তের ভায়াডাক্টে ৪১টি ল্যাম্পপোস্ট স্থাপন করা হয়। মূল সেতুতে ল্যাম্পপোস্ট বসানোর কাজ শেষ হয় ১৮ এপ্রিল। ২৪ মে পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তের ৪২ নম্বর পিলারে সেতুর সাবস্টেশনে বিদ্যুৎ-সংযোগ দেওয়া হয়। শরীয়তপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে ৮০ কিলোওয়াট ও মুন্সিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে দেওয়া আরও ৮০ কিলোওয়াট বিদ্যুতে সেতুর ৪১৫টি ল্যাম্পপোস্টে বাতি জ্বালানো হলো। পদ্মার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা সেতুতে রাতের আঁধার ছাপিয়ে ঝলমলে আলো দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নৌপথে পারাপার হওয়া যাত্রীরা।

করুন অবস্থায় কদমতলা কৃষি উপ-বীজাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ জুন।। উত্তর জেলার কদমতলা কৃষি উপ বীজাগারটি দীর্ঘ দিন যাবৎ বেহাল অবস্থায়। প্রকট রোদ বৃষ্টি হলেই অফিসের ভেতরে ছাতা হাতে কাজ করতে হয় কর্মচারীদের। ছাউনির টিন বেডমিন্টনের নেটে পরিনত। নিন্দুকেরা বলে থাকেন,এ নাকি ডাবল ইঞ্জিনের উন্নয়নের নজির। তাছাড়া অফিসে বসার মতো জায়গা নেই। বৃষ্টিতে ভিজে কৃষকদের সার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার দায়িত্ব যাদের উপর তারাই বেহাল অবস্থার শিকার। যেখানে কৃষি দফতরের কর্মচারীরা নিজেদের সমস্যা দূর করতে ব্যর্থ তারা রাজ্যের সমস্ত কৃষকদের কি সাহায্য করবেন! সেটা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের জোরালো দাবি,অতি শীঘ্রই এই উপ বীজাগারটি মেরামতি করুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর। অন্যথায় কৃষকরা আন্দোলনের পথে হাঁটবেন।

কাঞ্চনপুরে যোগা প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। আগামী একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, এই নিয়ে অষ্টম বারের মতন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক প্রয়াস একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃত পেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং যোগকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাকে বিভিন্ন সংস্থা তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। উত্তর জেলার প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোনেরা এই কাজে প্রচন্ড সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেছে। উত্তর জেলা কাঞ্চনপুর মহাকুমার লালজুড়ি বিদ্যালয়, সাতনালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কাঞ্চনপুর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে তিন দিন যাবত যোগের উপর কর্মশালা চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তর জেলা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মামনি বি এস বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যোগের উপর কর্মশালা করে যাচ্ছেন। যোগ এবং ধ্যান শুধুমাত্র শারীরিক উন্নতি সাধনের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, তার মানসিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে প্রচুর। যোগ এবং ধ্যানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন মুক্তমনে তারা পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে, তেমনি তাদের ফলাফল ও আশানুরূপ হয়ে থাকে। যেসব ছাত্র ছাত্রীরা এই কর্মশালা গুলিতে যোগদান করেছে তারা কর্মশালায় প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রচন্ড খুশি এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোনেদের অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

পুজোর আগেই টেট উত্তীর্ণ ৩৬৩১ জনকে একত্রে নিয়োগের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। ২০২১ সালে টেট উত্তীর্ণ ৩৬৩১ জনকে এবছর পুজোর আগে একত্রে নিয়োগের দাবি জানাল অল ত্রিপুরা টেট পাশ কেন্ডিডেট গ্রুপ ২০২১। রাজ্য সরকারের কাছে একসঙ্গে তাদের নিয়োগ করার দাবি সম্পর্কে এদিন বিস্তারিত তুলে ধরেছেন তারা। তাদের বক্তব্য, ২০১৯ সালে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে গ্যাজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ১২২২২ টি শিক্ষক শূন্য পদ বের করা হয় রাজ্যের শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য। কিন্তু ২০১৯ সালে ১০০০ থেকে কিছু বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। তাতে শিক্ষক ঘাটতি বিদ্যালয়গুলিতে রয়ে গেছে। এর মধ্যে বহু শিক্ষক অবসরে গেছেন। ফলে, বাড়ছে শিক্ষক পদে শূন্যতা। সাথে রয়েছে ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরিচ্যুতির ফলে শিক্ষকের ঘাটতি। তাই এই ঘাটতি পূরণের জন্য টেট উত্তীর্ণ ৩৬৩১ জনকে একত্রে নিয়োগের দাবি জানাচ্ছেন তারা। এছাড়াও তাদের নিয়োগ সঠিক সময়ে নিয়োগ না করলে অনেকেরই চাকরির বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। গুণগত শিক্ষার কথা মাথায় রেখে এই নিয়োগের সিদ্ধান্ত দ্রুত নিক সরকার, আজ সেই দাবি জানিয়েছেন অল ত্রিপুরা টেট পাশ কেন্ডিডেট গ্রুপ ২০২১।

জায়গা বিক্রয়

তেলিয়ামুড়া গৌরাঙ্গটিলা (মারুতী স্ট্যান্ডের সন্নিকটে) পাঁচ (৫) গন্ডা বাস্তু ভূমি বিক্রয় করা হবে।

রায়তি দং, শ্রীমতি ধন্য লক্ষ্মী কলই দাস
স্বামী- শ্রী নির্মলেন্দু দাস
গৌরাঙ্গটিলা, তেলিয়ামুড়া,
জিলা- খোয়াই, ত্রিপুরা
Mobile N0.- 9612395675

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।